শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

পত্রাবলী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঙ্গ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

পত্রাবলী

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানুকম্পিত

প্রিয়পার্ষদপ্রবর 'শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজের অনুগৃহীত

ও পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীসমিতির প্রাক্তন সভাপতি-আচার্য্য
নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-বামন-গোস্বামি-মহারাজের

অনুসৃতধারাবস্থিত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক গোস্বামী মহারাজ-
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বুক্ ট্রাষ্ট-এর পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত।

প্রথম-সংস্করণ—

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
আবির্ভাব-বাসর
৩ গোবিন্দ, ৫২৯ শ্রীগৌরাব্দ,
১২ ফাল্গুন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ,
(২৫।২।২০১৬ ইং)।

গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, নবদ্বীপ (নদীয়া), পঃ বঃ।
২। **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ**, চৌমাথা, চুঁচুঁড়া (হুগলী)।
৩। **শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ**, শক্তিগড় (জলপাইগুড়ি)পোঃ শিলিগুড়ি।
৪। **শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ**, ২৮ হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
৫। **শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ**, মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।
৬। **শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ**, স্বর্গদ্বার, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)।
৭। **শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ বাসুগাঁও (কোকরাঝাড়) আসাম।
৮। **শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ তুরা, ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)।
৯। **শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ**, শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫, (বর্দ্ধমান)।
১০। **শ্রীনিমাইতীর্থ গৌড়ীয় মঠ**, ১/১ নিমাইতীর্থ রোড, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)।
১১। **শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, রংপুর, শিলচর-৯, (কাছাড়) আসাম।
১২। **শ্রীগোবিন্দজী গৌড়ীয় মঠ**, পাণ্ডু, গৌহাটী-১২ (আসাম)।

মুদ্রণে— শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকা প্রেস
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
নবদ্বীপ, নদীয়া।

ভূমিকা

পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার লিখিত পত্রাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি-রূপে তাঁহার সমীপে সমর্পণ করিবার সুযোগ উদয় হওয়ায় বিশেষ উল্লসিত হইতেছি। তাঁহার লিখিত পত্রাবলী বিভিন্ন সময়ে 'শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রকটকালে কেবল ৩টী পত্র উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, অবশিষ্ট পত্র প্রকাশিত হয় তাঁহার অপ্রকটের পর। সেইসকল পত্রই সংরক্ষণের জন্য এক্ষণে একত্রে সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রথম-সংস্করণ-রূপে প্রকাশিত হইতেছে।

এইসকল পত্রাবলী পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি কিরূপ সুদৃঢ়ভাবে শ্রীল প্রভুপাদের বিচারধারা-নিষ্ঠ, সদাচার-নিষ্ঠ ছিলেন। আজকাল কালের প্রভাবে প্রায় সর্ব্বত্র সেই বিচারধারা ও সদাচারে শৈথিল্য দেখা দিতেছে। ইহা অতি পরিতাপের বিষয়। তাঁহার এইসকল পত্র সকলের মধ্যে ঐপ্রকার নিষ্ঠা জাগরূক করুক্—এই প্রার্থনা।

এ-গ্রন্থ প্রকাশে শ্রীসমিতির পত্রিকা-বিভাগের সেবকবৃন্দই সমস্তপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই নিরলস সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীশ্রীগুরু-গৌর-রাধা-বিনোদবিহারী তাঁহাদের উপর শুভাশীর্বাদ বর্ষণ করুন। অলমতিবিস্তরেণ। ইতি—

শ্রীশ্রীকেশবাবির্ভাব-তিথি
৩ গোবিন্দ, ৫২৯ শ্রীগৌরাব্দ,
১২ ফাল্গুন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ,
(২৫।২।২০১৬ ইং)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস
শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

বিষয়সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। দীক্ষা ও উপাসনা	১
২। পিছলদায় শিক্ষাবিস্তার প্রণালী	৪
৩। শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দের সহিত শ্রীমতী রাধারাণীর একই সিংহাসনে অবস্থান শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্মত নহে	৯
৪। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মঠ-মিশন পরিচালনার সদুপদেশ	১১
৫। হরিনাম-হরিসেবা বিহীন হইলেই অধোগতি-কারক পরচর্চ্চা অবধারিত	১৪
৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিকতার ঊর্দ্ধে	১৬
৭। গৃহস্থ বৈষ্ণবের জন্য আহার-বিহারে সদাচার-নিষ্ঠার উপদেশ	১৮
৮। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে বৈষ্ণবগণের চাষ-আবাদ অবৈধ নহে	২০
৯। নির্ভীকভাবে শাস্ত্রীয় সুসিদ্ধান্ত-প্রচার কর্ত্তব্য	২১
১০। ‘মহাজন’ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার	২৩
১১। স্মার্ত্তাচার নয়, বৈষ্ণব-মহাজনগণের সাত্বত-স্মৃতির অনুগমনই কর্ত্তব্য	২৫
১২। ব্যবহারের দোষ-গুণেই অর্থ—অনর্থ ও পরমার্থ; সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য-বর্ণন	২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৩। শ্রীগুরুতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য	৩০
১৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারই বাস্তব বদান্যতা ও জীবে দয়া	৩২
১৫। অষ্টগ্রহ-সমাবেশরূপ বিপদাপদেও ভক্তগণের হরিকীর্ত্তনমুখে হরিভজন কর্ত্তব্য	৩৪
১৬। দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরষের পক্ষে ভগবদ্ভজন নহে	৩৬
১৭। নিষ্ঠার সহিত চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রতপালন সহ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-বিশিষ্ট হইতে হইবে	৩৮
১৮। স্ত্রীলোকের পক্ষে গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেয়ঃ, শ্রীনামাশ্রয়েই হরি-গুরু-বৈষ্ণবের দর্শন-কৃপালাভ	৪০
১৯। নিঃসর্ত্তে নির্গুণ-দানস্থলেই মঠ-মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা	৪২
২০। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত এবং রথযাত্রানুষ্ঠান প্রসঙ্গ	৪৩
২১। বিজ্ঞান-শব্দের বাস্তব অর্থ	৪৫
২২। শ্রীল প্রভুপাদের আচার-বিচার চ্যুত জনের সঙ্গ পরিত্যজ্য	৪৭
২৩। আশ্রমীয় অনুশাসন মানিয়া লওয়াই শিষ্টাচার	৫০
২৪। ভোগী, দেহারামী, অলস ও ক্রোধীব্যক্তি মঠবাস ও হরিসেবার অনধিকারী	৫১
২৫। অনধিকারীর নির্জ্জন-ভজনের ছলনা— ইন্দ্রিয়-তর্পণপর ও হরিভজন-বিরোধী	৫৩
২৬। স্বহস্ত-পাচিত ভগবন্নিবেদিত প্রসাদ সর্ব্বাবস্থায় গ্রহীতব্য	৫৫
২৭। শ্রীবিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গ	৫৭
২৮। জনগণকে শিক্ষাপ্রদানের জন্যই মঠ, সুতরাং মঠ জনগণের পরিচালনাধীন হইতে পারে না	৫৯

বিষয় **পৃষ্ঠা**

২৯। প্রচারকগণ লোকশিক্ষক, অতএব
তাঁহাদের আদর্শবান্ হওয়া প্রয়োজন ৬১
৩০। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের সমাধি নহে,
দাহ করাই বিধি ৬৩
৩১। শিষ্য-বাৎসল্যের নিদর্শন ৬৫
৩২। শাসন না মানিলে জীবনে উন্নতি অসম্ভব ৬৭
৩৩। শ্রীভক্তিবিনোদ-বিচারধারায় শিক্ষিত
জনের প্রচার-যোগ্যতা ৬৯
৩৪। হরি-গুরু-সেবাবিহীন বিদ্যা—অবিদ্যা
ও উপাধি—ব্যাধি ৭০
৩৫। বৈষ্ণবগণ 'অশৌচ'-বিচারের ঊর্দ্ধে ৭২
৩৬। আসুরিক সমাজে অবস্থিত হরিভক্তগণের কৃত্য ৭৪
৩৭। বাল্যবন্ধুকে হরিভজনে উৎসাহ-প্রদান ৭৮
৩৮। বৈষ্ণবীয় সদাচার-সংরক্ষণ বিষয়ে কঠোরতা ৭৯
৩৯। মঠে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য সংবিধান প্রয়োজন ৮০
৪০। স্মার্ত্তের অশৌচ ৮১
৪১। অশাস্ত্রীয় স্বঘোষিত, পরঘোষিত
ভগবান্ (?) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ৮৯
৪২। পারমার্থিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার
বিশেষ নির্দ্দেশিকা ৯১

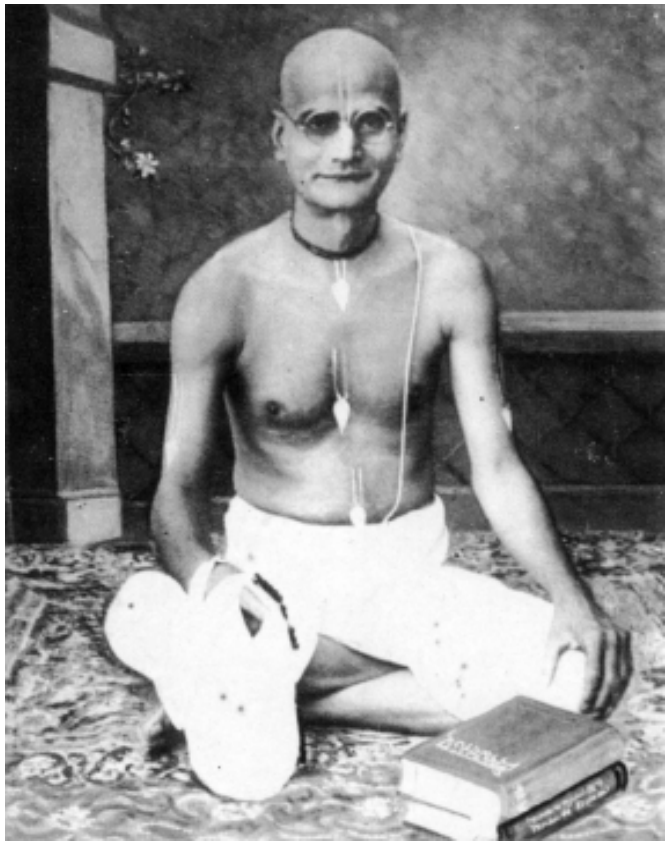

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামকাচার্য্য
জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

"পাঠ, বক্তৃতা, প্রবন্ধাদি অপেক্ষা মহাজনগণের পত্রই প্রকৃত প্রাণস্পর্শী হয়। অবশ্য সাক্ষাৎ উপদেশের কথা স্বতন্ত্র। যদিও উহা কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে লেখা হয়, তথাপি উহাতে এত চেতনা-শক্তি নিহিত থাকে যে, তাহা সমষ্টি জীবনকেও আকর্ষণ করিয়া মঙ্গলের পথে অনায়াসে আনয়ন করিতে পারে।"

—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

পত্রাবলী

পত্র—১

দীক্ষা ও উপাসনা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)
১০।১১।১৯৪৯

সাদর-সম্ভাষণ-পূর্ব্বিকেয়ম্

------! আপনার ৬।১১।৪৯ তারিখের পত্র আমরা অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য হইতে ফিরিয়া গতকল্য পাইয়াছি। আপনার পত্র পড়িয়া মনে হইল, আপনি বেশ পণ্ডিত ব্যক্তি এবং আমাদের পত্রিকা পড়িবার উপযুক্ত পাত্র। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া বিশেষ আবশ্যক মনে করি। আমি বহুদিন আপনাদের অঞ্চলে সময়াভাবে যাইতে পারিতেছি না। এবৎসর ---- প্রভৃতি হইতে কয়েকজন যাত্রী আমাকে বিশেষ আগ্রহ করিয়া ঐ অঞ্চলে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমার সৌভাগ্য হইলে এবৎসর আপনাদের অঞ্চলে যাইতে পারিব। সেই সময়ে আশা করি নিশ্চয়ই আপনার সহিত সাক্ষাতে সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইতে

পারিবে। পত্রের দ্বারা সব সময় সকল কথা খুলিয়া লেখা সম্ভব হয় না। যাহা হউক্, ''দীক্ষা ও উপাসনা'' সম্বন্ধে ২।১টী কথা নিম্নে নিবেদন করিতেছি।—

'দীক্ষা' বলিলে দিব্যজ্ঞানকে লক্ষ্য করা হয়। যে-অনুষ্ঠানের দ্বারা পাপের সম্যক্‌রূপে ক্ষয় ও দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে—তাহাকেই পণ্ডিতগণ 'দীক্ষা' বলিয়াছেন। আনুষ্ঠানিক দীক্ষার যে-ক্রিয়া, তাহাকে প্রকৃত দীক্ষা বলা হয় না। দীক্ষার সূত্রপাত বা আরম্ভ—ইহাই বলা হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিবা মাত্রই দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, দেখা যায়। সেক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক দীক্ষাই প্রকৃত দীক্ষা। তবে আমাদের ন্যায় দুর্ভাগার পক্ষে উহা আনুষ্ঠানিক মাত্র। দীক্ষা লাভের পর গুরুপাদপদ্মের প্রদত্ত উপদেশ, সিদ্ধান্ত-অনুসারে যে-সমস্ত ক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, তাহাকে 'উপাসনা' বলে। উপাসনা বলিতে কর্ম্ম বা জ্ঞানকে লক্ষ্য করা হয় না। উপাসনার নিত্যত্ব আছে। সুতরাং ভক্তি ব্যতীত ইহার অন্যপ্রকার কোন অর্থ সঙ্গত হয় না। কর্ম্ম, জ্ঞান যে কেন উপাসনা নহে, তাহা বলিতে গেলে অনেক কথা বলা প্রয়োজন। বেদান্ত-দর্শন, উপনিষৎ প্রভৃতি আলোচনা করিলে 'উপাসনা' কথাটী বহুক্ষেত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু উহার ভক্তি ব্যতীত অন্য অর্থ করিতে গেলে শাস্ত্রের সঙ্গতি হয় না। সঙ্গতি না হইলে সিদ্ধান্ত স্থির বলিয়া পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন না। সে যাহা হউক্, 'দীক্ষা' সম্বন্ধে এই শ্লোকটী আলোচনা করিবেন।—

''**দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।**
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥''★

(বিষ্ণুযামল-বাক্য)

''যেহেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবৎতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' নামে অভিহিত করেন।''

উপাসনা সম্বন্ধে ব্রহ্মতর্কের এই বাক্যটীও আলোচনা করিবেন,—

''**মুক্তা অপি হি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়া উপাসনং হরেঃ।**''

অর্থাৎ মুক্তগণও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শ্রীহরির উপাসনা করেন। অধিক কি, অন্যান্য সাক্ষাতে হইবে। ইতি—

গৌরজন-কিঙ্কর—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৫শ বর্ষ। ৫ম সংখ্যা)

পত্র—২

পিছলদায় শিক্ষাবিস্তার প্রণালী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীশ্রীমথুরাধাম, উঃ প্রঃ
২৩।১২।৫৮

স্নেহাস্পদেষু—

----- প্রভো! আপনাদের গ্রামবাসীর মধ্যে কয়েকজনের স্বাক্ষরিত একটী দরখাস্ত পাইলাম। তাহাতে আমাকে পাদপীঠের পুরাতন গৃহটী School board-এর নামে রেজিষ্ট্রী করিয়া দিতে আবেদন জানাইয়াছেন। School board-এ দিতে আমার কোন আপত্তি নাই, তবে এ বিষয়ে আমার বিশেষ বক্তব্য আছে।—

(১) বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির কোন শ্রদ্ধা নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরোধী শিক্ষাকে আমি 'শিক্ষা' বলিয়া মনে করি না।

(২) সামান্য কয়েকটী টাকার সাহায্যের অজুহাতে ধর্ম্মশিক্ষাকে আমি জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত নহি।

(৩) পিছল্‌দা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থান। সুতরাং পিছল্‌দা-বাসী সকলেরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবানুগত্যে যাহাতে জীবন অতিবাহিত হয়, তাঁহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষাই দিতে হইবে।

(৪) পিছলদার পাদপীঠ নিরীশ্বর পাদপীঠ নহে। নাস্তিকতা শিক্ষা দিবার জন্য বেদান্ত-সমিতির কোন অনুমোদন নাই।

(৫) School board বেদান্ত সমিতির ষোলআনা রূপে ছাত্রগণকে দিতে স্বীকৃত হইলে আমার দানপত্র করিয়া দিতে কোনও আপত্তি নাই।

(৬) শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় (দশম সংখ্যা) ''অচিন্ত্যভেদাভেদ'' প্রবন্ধে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকলাপের প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত আছে।★ ইহা গ্রামবাসীদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

(৭) শ্রীধাম মায়াপুরে আমি High School করিয়াছিলাম। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ভঙ্গ করিয়াই ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রবল রাখা হইয়াছে। ঐ স্কুলের বর্ত্তমান পরিস্থিতি কিরূপ তাহা আমি সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহি। তবে উহার পূর্ব্বতন আদর্শই গ্রহণীয়।

★ ''∗∗∗ প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক ডাঃ শ্রীযুত বিমানবিহারী মজুমদার এম-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয় ''**শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান**''-নামক গ্রন্থে যৎপরনাস্তি অঘটন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিশেষ দুঃখের বিষয়, **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়** এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া আরও কেলেঙ্কারী করিয়াছেন। এইরূপ অশ্রাব্য অপাঠ্য গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনে প্রকাশিত হওয়ার কোন যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তিনি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অপ্রাকৃত অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলীর উপর যে হীন কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাঁহার নিজের চরিত্রের ও মনোগত ভাবের পরিস্ফুট পরিচয় দিয়াছেন। ঐগ্রন্থ যিনি পাঠ করিবেন তাহারই সর্ব্বনাশ হইবে। তাহার উদাহরণ-স্বরূপ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত—''**শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ**''-নামক আরও একখানি গ্রন্থের লেখক **শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী** শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রের প্রতি ঐরূপ কটাক্ষ করিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আরও একখানি ''**বাংলা চরিত-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য**''-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাও বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই তিনখানা গ্রন্থই সর্ব্বসাধারণের অশ্রাব্য, অপাঠ্য বলিয়া মনে করি। **সম্প্রতি আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট বিনীত নিবেদন জানাইতেছি যে,—এই গ্রন্থত্রয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সম্মুখে প্রকাশ্য সরণির উপর অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পূর্ণাহুতি দেওয়া হউক।**

ইতিহাস-লেখকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ কল্পনানুসারে যে কোন কথা মুদ্রিত করিলেই ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইবে না। যদি Post Graduate ক্লাসের ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐরূপ গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার সম্প্রদায়-সম্বন্ধে কোন ধারণায় উপস্থিত হয়, তবে তাহা মিথ্যা, অপ্রামাণিক, অমঙ্গল ধারণা ছাড়া অন্য কিছুই হইবে না এবং তাহারা ঐ শ্রেণীর গ্রন্থদ্বারা

(৮) দুর্নৈতিক ছাত্রগণের দ্বারা দেশের কোন মঙ্গল নাই। ধর্ম্মনীতিই প্রধান নীতি।

(৯) আমাদের দেশে অনেক Christian Missionary School রহিয়াছে। তাহা যদি সরকারী অনুমোদিত হইতে পারে, তাহা হইলে পিছল্‌দার পাঠশালাও ধর্ম্মশিক্ষা প্রবল রাখিয়া অনুমোদন লাভ করিবে। ইহাতে ভয়ের কিছু কথা নাই।

(১০) যিনি আমাকে পিছল্‌দায় পাদপীঠের সেবার জন্য জমি ও গৃহটী দিয়াছিলেন তিনি এখন বর্ত্তমানে জীবিত নাই। দাতার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য-বিরুদ্ধ কাজ করা কর্ত্তব্য বিনা, ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। আমি পিছল্‌দায় থাকাকালীন এক রাত্রে দাতার পুত্র আমার নিকট রোদন করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন—"আমার পিতার দান কি অগ্রাহ্য করা হইল! তাঁহার উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ হইবে না!" তাঁহার আর্ত্তি দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—"আমি যাহা গ্রহণ করিয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করিব না।" তাহাতে দাতার পুত্র যেরূপ আনন্দ ও উল্লাস করিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মৃতিপটে জাগরিত আছে। সুতরাং পরলোকগত দাতা মহাশয়ের উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। অর্থাৎ বেদান্ত-সমিতির ধর্ম্ম-উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

(১১) ঐ গৃহ বেদান্ত-সমিতির প্রচারের জন্য সমর্পিত হইয়াছে।

যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। শুধু তাহাই নহে, উক্ত গ্রন্থত্রয় সম্বন্ধে ছাত্র-সমাজ কোনও প্রকারে যদি গৌরব স্থাপন করে, তবে বাংলার সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে অযথা বিদ্বেষ-মূলক আক্রমণ করা হইবে। গ্রন্থ-লেখকগণ হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া ইতিহাস রচনা করিলে তাহার দ্বারা সমস্ত বিশ্বের অমঙ্গলের সূচনা হইবে। বিমান বাবু বা গিরিজা বাবুর ঐরূপ মনোবৃত্তি তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলেই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। আমি পৃথক্ প্রবন্ধে তাঁহাদের অসঙ্গত মনোবৃত্তির বিস্তৃত আলোচনা করিব।"

বেদান্ত-সমিতি শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্কুল বা পাঠশালা অথবা সংস্কৃত টোল ঐ গৃহে স্থাপন করিবার অনুমোদন করে। এবং ঐ শ্রেণীর স্কুল বেদান্ত-সমিতির দ্বারা অনুমোদিত কমিটি-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। কোন শিক্ষাবিভাগের নিরীশ্বর চিন্তাস্রোত উহাতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

(১২) হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজকে পাঠশালায় ষণ্ডামর্কের নিকট শিক্ষালাভ করিতে দিয়াছিলেন। ঐ শিক্ষা শুক্রাচার্য্যের দ্বারা পরিচালিত হইত। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতা সম্রাটের আজ্ঞা এবং শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা শুক্রাচার্য্যের নির্দ্দেশ সর্ব্বতোভাবে উল্লঙ্ঘন করিয়াই বিষ্ণুভক্তি-শিক্ষার প্রাধান্য দিয়াছিলেন। ইহাই আমাদের শিক্ষা-বিস্তারের আদর্শ।

(১৩) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে "রায়-রামানন্দ"-প্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শিক্ষা-সম্বন্ধে জগজ্জীবকে যে-নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের গ্রহণীয়। অন্য কোন আসুরিক আদর্শ আমরা গ্রহণ করিব না।

(১৪) শ্রীধাম মায়াপুর-স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুসারে শনি-রবিবার সাপ্তাহিক ছুটীর পরিবর্ত্তে একাদশী ও পঞ্চমীতে ছুটি দেওয়া হইত। তাহাতে Christian এবং মুসলমানগণ আমার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় পরিদর্শক আসিয়া আমার উপর হুকুম জারি করিয়াছিলেন যে,—শনি-রবিবার বন্ধ না রাখিলে আপনি সরকারি সাহায্য পাইবেন ন। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম—"খ্রীষ্টানী-মতে Sabath Day (রবিবার) আমি সনাতন-ধর্ম্মের পক্ষ হইতে মানিতে রাজী নহি। আপনি ইচ্ছা করিলে আপনার অর্থ-সাহায্য withdraw করিতে পারেন।" তদনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-সাহায্য বন্ধ হইয়া গেলেও আজও শ্রীধাম মায়াপুরে "Thakur Bhakti Vinode Institute" সরকারী অনুমোদনে চলিতেছে।

(১৫) আপনি আমার এই পত্র গ্রামবাসিগণকে পড়িয়া শুনাইবেন। এবং বিশেষ করিয়া তাঁহাদের ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিবেন। আমার দ্বারা

আরও স্কুল, টোল, এবং বিদ্যালয় স্থাপিত ও পরিচালিত হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যালয়-স্থাপন সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ভীত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। এখনই জমি রেজিষ্ট্রী করিয়া দিবার আদৌ দরকার নাই। আমরা কংগ্রেসের বেআইনী আইন মানিয়া চলিতে আদৌ বাধ্য নহি। স্বাধীন দেশের লোক পরাধীন নহে। ঐস্থানের পাঠশালাটী ভাল করিয়া করিতে হইবে। তাহা মেদিনীপুর জেলার আদর্শ বিদ্যালয়রূপে স্থাপন করিতে হইবে। ইহা সকলকে বুঝাইয়া দিবেন।

আমার অনেক কথা বলিবার আছে, সাক্ষাতে সমস্ত আলোচনা হইবে। আমি মাঘের শেষে আসাম হইয়া বাংলায় ফিরিব। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১০ম বর্ষ। ১২শ সংখ্যা)

পত্র—৩

শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দের সহিত শ্রীমতী রাধারাণীর একই সিংহাসনে অবস্থান শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্মত নহে

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, পোঃ-চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ৩১।১।১৯৬০

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-চরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

------ মহারাজ! তোমার ২৫।১২।৫৯ তাং এর পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও তোমার ওখানে ব্যাসপূজায় যাইবার ইচ্ছা ছিল। তবে এবার উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব কিনা সন্দেহ আছে। অন্যত্র কোথাও ব্যাসপূজার বিশেষ অধিবেশনের ডাক নাই। পরে কি হইবে বলিতে পারি না।

তোমার প্রশ্ন সম্বন্ধে লিখিতেছি,—শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাদ্ শ্রীবলদেব অর্থাৎ গুপ্তভাবে বলদেব বিগ্রহই নিত্যানন্দ। সুতরাং **লীলাগত বৈশিষ্ট্য থাকায় নিত্যানন্দ প্রভুকে রাধারাণীর সহিত এক সিংহাসনে রাখা হয় না।**

রাম-নৃসিংহ-বরাহাদি সাক্ষাৎ কৃষ্ণেরই অংশ বা কলা। তাঁহারা বলদেব-তত্ত্বের অংশ বা কলা নহেন। অবশ্য এস্থলে লীলাগত তত্ত্বের কথাই স্মরণ রাখিতে হইবে। শালগ্রাম-শিলাদ্বারা শক্তি ও শক্তিমৎতত্ত্বের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। তজ্জন্য তিনি অর্চ্চারূপে সর্ব্বত্রই অধিষ্ঠিত থাকিবার অধিকারী। বিশেষতঃ তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ—লক্ষ্মীপতি। শ্রীমতী রাধারাণীকে লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী প্রভৃতি বলা হয়। সুতরাং

শালগ্রাম-শিলার সহিত এক সিংহাসনে রাধারাণীর থাকিতে রসাভাস দোষ হয় না।

নিত্যানন্দ প্রভু, বলদেব, লক্ষণ প্রভৃতি বিগ্রহগণ সাক্ষাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও লীলা ও রসগত বিচারে সবসময়ে একস্থানে অবস্থিতি করিতে পারেন না। **যেখানে রসাভাস-দোষের সম্ভাবনা, সেখানে পৃথক্ থাকেন।** লক্ষণ রামচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা-বিষয়ে দেবর-স্বরূপে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর নিকটে স্নেহের পাত্রস্বরূপে অবস্থান করিলে রসাভাস দোষ হয় না।

অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে বা তোমার আরও কিছু জানার থাকিলে পত্র দিবে। ইতি—

—শ্রীগৌরজনকিঙ্কর

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৫শ বর্ষ। ২য় সংখ্যা)

পত্র—৪

প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মঠ-মিশন পরিচালনার সদুপদেশ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া।
ইং ১৩।৮।১৯৬০

স্নেহাস্পদেষু—

-----! তোমাকে ১।৮।৬০ ও ৮।৮।৬০ তারিখে পত্র দিয়াছি। উহা পাইলে কিনা জানাইবে। তোমার সমস্ত পত্র ও টেলিগ্রাম পাইয়াছি। অদ্য ১৩।৮।৬০ তারিখ। এখানকার সংবাদপত্রে আসামের সম্বন্ধে একটা বিভীষিকা প্রচারিত হইতেছে। তজ্জন্য মন খুব উদ্বিগ্ন। এইরূপ সঙ্কটসময়ে ধীরস্থির হইয়া যে কোন অবস্থায় প্রাণরক্ষা করা আবশ্যক। **সর্ব্বদা ভগবানের নাম স্মরণ রাখিবে।**

"**যায় সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ বলেন, যখন ও-নাম গাই।**" সুতরাং নামকীর্ত্তনই আমাদিগকে নিশ্চিন্ত করিবে। **শত আপদ-বিপদেও হরিসেবা পরিত্যাগ করা উচিত নহে।** তথাপি বুদ্ধিমত্তার সহিত জীবনরক্ষা করিয়া যত অধিকদিন হরিসেবা করিতে পারা যায়,—তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

অ-মায়াপুরের কোন সংবাদই আসিতেছে না। সেখানে কোন আসামদেশীয় লোককে পাঠাইয়া সংবাদ লইবার চেষ্টা করিবে। ইহা পূর্ব্বপত্রেও লিখিয়াছি। আমার মনে হয় এই সময় -----কে আনাইয়া মঠে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। ----র দাদা ----- এই বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন। তাহাদিগকে ২।১ মাসের জন্য মঠে আনিয়া রাখিবে।

----- এই গোলমালের অব্যবহতি পূর্ব্বেই আমাকে আসাম যাইবার জন্য পত্র দিয়াছিল। -----র দ্বারা সংবাদ লইবার চেষ্টা করিবে। ওখানকার স্থানীয় বড় লোকদের সহিত এবং থানার দারোগা-পুলিশ প্রভৃতির সহিত বিশেষ আলাপ-আপ্যায়িত করিবে।

আর একটী পরামর্শ আমার মনে আসিতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের উপাখ্যানের একটী পয়ার লিখিত আছে—"**ম্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা**।" (চৈঃ চঃ মঃ ৪।৪২)—এই নীতি অবলম্বন করিবে। আমি তোমাকে নিয়ে চরিতামৃতের আটটী লাইন উদ্ধার করিয়া লিখিতেছি।

'শ্রীগোপাল' নাম মোর—গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত, আমি ইঁহা অধিকারী॥
শৈল-উপরি হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাঞা।
ম্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জ-স্থানে।
ভাল, আইলা তুমি, আমা কাঢ় সাবধানে॥
এত বলি' সেই বালক অন্তর্দ্ধান হৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৪।৪১-৪৪)

উক্ত বাক্যগুলি আলোচনা করিবে। যদি বিশেষ কিছু অসুবিধা মনে কর, তাহা হইলে আসামদেশীয় ভক্তগণের উপর শ্রীবিগ্রহগণের সেবার ভার অর্পণ করিয়া চলিয়া আসিবে। তোমার পত্র বা টেলিগ্রাম পাইলে এখান হইতে ----- এবং -----কে ওখানকার মঠ চালাইবার জন্য পাঠাইতে পারা যায়। ----- প্রভুকে ডাকাইয়া এসব বিষয় আলোচনা করিবে। আমি তোমাকে সবরকম কথাই জানাইলাম। নিজে ভালরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে। মঠের অন্যান্য সেবকগণকে নিরাপদে রাখিবার চেষ্টা করিবে। তোমাদের ওখান হইতে কোচবিহার অঞ্চলে বাস

আছে। কোচবিহার-বাংলাদেশ বাসে সুযোগ-সুবিধা না হইলেও আসামের বর্ডার পার হইয়া বাংলার বর্ডারে আসিতে পারিবে। তবে পাকিস্থানে প্রবেশের আবশ্যক নাই। তবে একথা খুবই সত্য—মানুষের জীবন অনিত্য—যে কোন মুহূর্ত্তেই বহির্গত হইয়া যাইতে পারে। **কর্ম্মফল-অনুযায়ী মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তথাপি ভগবৎসেবার দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।** বিষ্ণুশর্ম্মার 'মিত্রাভ' গ্রন্থে একটী উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়,—

ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥

অর্থাৎ ধন এবং জীবন পরার্থে অর্থাৎ ভগবানের সেবার্থে উৎসর্গ করিবে। জীবন বিনষ্ট হইলেও সৎকার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

আসামের অন্যত্র যেরূপ বিপদ-আপদের কথা শুনা যাইতেছে, গোয়ালপাড়া জেলায় বিশেষতঃ ঐ অঞ্চলে যদি সেরূপ কোন অসুবিধা না থাকে, তাহা হইলে ধীরস্থিরভাবে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া রহিবে। আবশ্যক বিবেচনা করিলে ----- ও -----কে পাঠাইতে পারি। তবে তাহারা এখন -----র সঙ্গে প্রচারে আছে। সংবাদ দিয়া তাহাদিগকে জানাইতে হইবে। ওখানে বিশেষ ঠেকা না হইলে তাহাদিগকে পাঠাইব না।

এখানকার মন্দিরের কার্য্য চলিতেছে। ----- প্রভু ক্রমশঃ ভাল হইতেছেন। এখানকার অন্যান্য সংবাদ ভাল। ----- সহিত আবশ্যকমত পরামর্শ করিবে। তোমাদের জন্য বিশেষ চিন্তিত। প্রত্যেক সপ্তাহে পত্র দিবে। ----- বাবুর সহিত পরামর্শ করিতে পার। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৫শ বর্ষ। ৩য় সংখ্যা)

পত্র—৫

হরিনাম-হরিসেবা বিহীন হইলেই অধোগতি-কারক পরচর্চ্চা অবধারিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া
১৭।৮।১৯৬০

স্নেহাস্পদেষু

------! ★ ★ ★ আমার মনে হইতেছে—তুমি, ------ ও ----- (৩ জন) -----এর বিরুদ্ধে অন্যায়পূর্ব্বক propaganda করিতেছ। আমি এই propaganda ভাঙ্গিয়া দিব। তিনি মঠের একজন ট্রাষ্টী। আমি ট্রাষ্টীগণের উপর মঠের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভার ছাড়িয়া দিব। তোমরা কেহ মঠের কর্ত্তৃত্বভার লইবার যোগ্য নহ। ক্রোধী ব্যক্তির হস্তে মঠ সমর্পণ করা একটা বোকামী। আমি ইহার প্রশ্রয় দিব না। মঠ ভক্তের স্থান, অভক্ত ক্রোধীর স্থান নহে। -----দাসের নিকট তোমরা ঐ ৩ জন যে-সমস্ত কথা ও মঠের সম্বন্ধে বলিয়াছ, তাহা আমি তাহার নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিয়াছি। সে সমস্ত কথা আমাকে বলিয়াছে। ★ ★ ★

মঠে বসিয়া থাকিয়া সেবাকার্য্যে উদাসীন হইলেই নানাপ্রকার পরনিন্দা পরচর্চ্চার সৃষ্টি হয়। তজ্জন্য প্রত্যহ প্রত্যেককে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আনিবার ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। সেবাকাজ না থাকিলেই মানুষের চিত্ত নিম্নগামী হইয়া যায়। বৃথা সময় কাটানো যাহাদের অভ্যাস, কি করিয়া তাহারা উন্নতি লাভ করিবে? ইংরাজীতে একটী কথা আছে—"A vacant mind is the devil's workshop" অর্থাৎ 'শূন্যমন—কর্ম্মহীন মন শয়তানের কারখানা।' সুতরাং যাহার মনের মধ্যে কোন সেবাকাজ

নাই, সেই মন নিম্নগামী হইয়া শয়তানী চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়। এইজন্য মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছেন—"**কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ**।" হরিসেবা করিলেই হরিচিন্তা হইয়া থাকে। এইজন্য সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিবার বিধি। হরিনাম ও হরিসেবা—একই কথা।

এইসব অবস্থা দর্শন করিয়া আমি সকলকেই প্রচারে বাহির করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। প্রচারে গেলে হরিকর্ত্তিন ও ভিক্ষুকের ভিক্ষা সংগ্রহ হইবে। নচেৎ কোন মঙ্গলই হইবে না। ৪/৫ দিন পূর্ব্বে মঠে থাকিবার জন্য একটী যুবক আসিয়াছিল, আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। হরিসেবা না করিলে বৃথা আহার-নিদ্রায় দিন-কাটানো লোকের মঠবাসের আবশ্যকতা নাই। শরীর হরিসেবায় নিযুক্ত হউক্। আমার এই পত্র সকলকে পাঠ করিয়া শুনাইবে এবং সকলেই যাহাতে হরিসেবায় মগ্ন হয়, সেইভাবে চলিতে নির্দ্দেশ দিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৫শ বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা)

পত্র—৬

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিকতার ঊর্দ্ধে

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া।
ইং ৬।৯।১৯৬০

স্নেহাস্পদেষু—

-----! ভক্তিতে কোন প্রাদেশিকতা নাই। স্বয়ং ভগবান্ দেশকালের অতীত বলিয়া দেশকালাতীত চিত্তই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। **শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—কোন দেশকালের অন্তর্গত নহে।** তবে কোন কোন মহাজন বাংলাদেশের অধিবাসীদের কৃপা করিয়া বাংলা ভাষায় কিছু গ্রন্থ লিখিলেও তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী মনে করা উচিত নহে।

যে কোন ভাষাতেই মহাপ্রভুর প্রদর্শিত চিন্তাধারা প্রকাশিত হইতে পারে। প্রফেসর সান্যাল প্রভৃতি ইংরাজী ভাষায় প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনিমানন্দ প্রভু আসামী ভাষায় এবং নারায়ণ মহারাজ হিন্দী ভাষায়, মধুসূদন মহারাজ প্রভৃতি উড়িয়া ভাষায় মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। আপনি শিক্ষিত ব্যক্তি। মহাপ্রভুর কথা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া দৃঢ়তার সহিত আসামদেশে আসামী ভাষায় প্রচার করিতে থাকুন। **শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মই সমগ্র বিশ্বে শান্তি, মৈত্রী ও প্রীতি আনয়ন করিবে।** কোন দেশই আজ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক কারণে শান্তিলাভ করিতে পারে নাই। রাজনৈতিক চিন্তা অত্যন্ত প্রাকৃত ও জড়ীয়-ভাবপুষ্ট, সুতরাং অনিত্য। অনিত্য চিন্তাধারা কখনই মানুষকে নিত্যসুখশান্তি দিতে পারে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম আত্মধর্ম্ম; দেহমনের

উচ্ছ্বাসপোষক জড়ীয় অনাত্মধর্ম্ম নহে। দেহ ও মন—জড়বস্তু। ইহাতে আবদ্ধ থাকাই বদ্ধতা। আপনি নিষ্ঠাবান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। সুতরাং সর্ব্বদা নিত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। অনাত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার আবশ্যক নাই। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৫ বর্ষ। ২য় সংখ্যা)

পত্র—৭

গৃহস্থ বৈষ্ণবের জন্য সদাচার উপদেশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)
৫।১০।১৯৬০

স্নেহাস্পদেষু

------! ★ ★ ★ নিয়ম-নিষ্ঠাই ভগবদ্‌রাজ্যে প্রবেশ করিবার একটী প্রধান উপায়। অতএব তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে একত্র হইয়া একলক্ষ নাম গ্রহণ করিবে। ★ ★ ★

তোমাদের চাষ করিবার জমি থাকিলে তুমি নিজেই লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিতে পার। বৈষ্ণবের ইহাতে কোন বাধা নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য অপেক্ষা চাষ- আবাদে পবিত্রতা আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে সত্য-মিথ্যা আশ্রয় করিতে হয়। চাষ- আবাদে প্রায়ই মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয় না। সুতরাং কৃষিকার্য্য গৃহী বৈষ্ণবের উত্তম জীবিকা। গৃহস্থের পক্ষে ভিক্ষা নিষিদ্ধ।

★ ★ ★ তুমি ১৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ইং ৩।১১।৬০ পূর্ণিমার দিন ব্রত ভঙ্গ করিয়া ক্ষৌরী করিবে। গতকল্য মঙ্গলবার ১৮ই আশ্বিন হইতে কার্ত্তিকব্রত আরম্ভ হইয়াছে। ইহা চাতুর্ম্মাস্যের অন্তর্গত। এই পূর্ণিমা হইতে ১৭ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত তিলতৈল ও সরিষার তৈল খাওয়া নিষেধ। বাদাম তৈল ও ঘৃত ব্যবহার করিবে। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত লবণ অর্থাৎ মাটি হইতে যে লবণ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা খাইবে না। ব্রাহ্মণের বিক্রীত লবণ কার্ত্তিকমাসে আমিষ মধ্যে গণ্য। গোড়ালেবু ও জাম্বুরা কার্ত্তিক মাসে খাইবে না। অন্য মাসে খাওয়া চলে।

★ ★ ★ তুমি একজন বৈষ্ণব-নামধারীর পাচিত অন্নপ্রসাদ পাইয়াছ—ইহা ঠিক হয় নাই। 'শুদ্ধবৈষ্ণব' একটী কঠিন কথা। যে-বৈষ্ণবের

দীক্ষার পর উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই, তাঁহাকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলিবে না এবং ব্রাহ্মণকুলে মাত্র উদ্ভূত বা 'গোস্বামী' বলিয়া পরিচয় দেন এমন ব্যক্তিদেরও পাচিত দ্রব্য গ্রহণ করিবে না; কেবল ফল-মূল লইতে পার।

যাঁহারা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। ইহা যাহারা স্বীকার করেন না, তাহারা অবৈষ্ণব। তাহাদের পাচিত দ্রব্য কখনও গ্রহণ করিবে না। গৌড়ীয় মঠের অনুগত না হইলে তাঁহারা যতই শুদ্ধাচারী হউন না কেন এবং 'বৈষ্ণব' বা 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচয় দিন না কেন, তাঁহাদের হাতে খাইবে না। পান বা তাম্বুল বিলাসিতা আনয়ন করে; উহা ভগবান্ গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু কোন বদ্ধজীবের উহা গ্রহণ করা উচিত নহে।

তোমার শাশুড়ী বা মাতা শুদ্ধাচার অবলম্বন করিলে অথবা স্নানাদি করিয়া বিশুদ্ধভাবে শুক্লা দ্রব্য করিয়া দিলে ঠেকার সময় গ্রহণ করিতে পার, নচেৎ নহে। গর্ভধারিণী মাতাকে চিরদিনই সম্মান করিবে। তবে তিনি মৎস্য-মাংসাশী হইলে তাঁহার ছোঁয়া ঠাকুর-সেবায় দিবে না। স্নানাদি করিয়া হস্তপদাদি ভাল করিয়া ধুইয়া ফল বা তরকারী আমান্য করিয়া দিলে ভাল করিয়া তাহা ধুইয়া রান্না করিতে পারিবে এবং ফলও ঠাকুরসেবায় চলিবে। মায়ের পায়ে হাত দিয়া দণ্ডবৎ করিলে কোন দোষ হইবে না।

পৃথক্‌ভাবে শয়ন ব্যবস্থাই ভাল। "**অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব সদাচার।**" নিতান্ত ঠেকা হইলে আর উপায় কি? আপৎকাল বা গুরুতর বিপদ্ উপস্থিত হইলে সমস্ত নিয়মই পরিবর্ত্তনযোগ্য। জীবনরক্ষা সম্বন্ধে যে-কোন ব্যক্তির ঔষধ-পথ্য গ্রহণ করা যাইবে। অবশ্য নিয়ম-নিষ্ঠা বজায় রাখিতে পারিলেই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৮শ বর্ষ। ২য় সংখ্যা)

পত্র—৮

শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে বৈষ্ণবগণের চাষ-আবাদ অবৈধ নহে

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, পোঃ-চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ৮।১০।১৯৬০

স্নেহভাজনেষু—

------! বৈষ্ণবের চাষ-আবাদ সম্বন্ধে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসের সংখ্যাতেই প্রবন্ধ দিবার চেষ্টা করিতেছি। আমার নির্দ্দেশ-অনুসারে এবং শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে অনেক জায়গায় বৈষ্ণবগণ চাষ-আবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের ওখানেও বৈষ্ণবগণ চাষ-আবাদ করিলে কোন প্রকারে অন্যায় হইবে না।

যাহারা বৈষ্ণবগণের চাষ-আবাদ অবৈধ মনে করিবে এবং বৈষ্ণবগণকে চাষ করিতে বলপূর্ব্বক নিষেধ করিবে, তাহারা ভণ্ড এবং পাষণ্ড। ঐরূপ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবতা বা বৈষ্ণবধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না। সুতরাং তাহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশুদ্ধ উপদেষ্টা হইতে পারিবেন না বা তাহাদিগকে তৎশ্রেণীভুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হইবে না।

জনমত আর বাস্তব সত্য এককথা নহে। যাঁহারা ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহাদের সহিত জনমতের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪২শ বর্ষ। ৭ম সংখ্যা)

পত্র—৯

নির্ভীকভাবে শাস্ত্রীয় সুসিদ্ধান্ত-প্রচার কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
কংসটীলা (মথুরা)
২৩।১১।১৯৬০

স্নেহভাজনেষু

------! তোমার লিখিত ১৭ই অক্টোবরের পত্র ও ১৪।১১।৬০ তারিখের পত্র পাইয়াছি। তোমার উভয় পত্রই আমাকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছে। কারণ, আমরা শাস্ত্রীয় শিক্ষায়ই শিক্ষিত হইব।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—"**কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।**" শাস্ত্র বলেন—"**কলৌ তদ্‌হরিকীর্ত্তনাৎ।**" ইহার অর্থ এই যে, হরিকীর্ত্তন বা হরিকথা- অনুশীলনের দ্বারাই সমগ্র জীব বন্ধনমোচন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়া ভগবৎসেবার অধিকারী হইতে পারে। তুমি সর্ব্বদা সুযোগমতো সকলের সহিত হরিকথা আলোচনামুখে কীর্ত্তন করিতেছ, ইহাই আমার বিশেষ আনন্দের বিষয়। তুমি নির্ভীকভাবে হরিকথা বলিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যে অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক বা অসঙ্গত কোন কথা নাই। অন্য সমস্ত প্রচারক বা তথাকথিত ধার্ম্মিক-সম্প্রদায় বা আচার্য্যবর্গ সকলেই অল্পবিস্তর স্বকপোল-কল্পিত, শাস্ত্রবিচারের বিরুদ্ধ ও যুক্তিহীন মত লইয়াই বর্ত্তমান সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলাই প্রয়োজন। দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির জন্য ভগবান্ নহেন। উপনিষদ্ বলেন—"**নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।**" কাপুরুষ ব্যক্তি ধর্ম্মের মধ্যে গোঁজামিল দিয়া 'সব ভাল' 'সব ভাল' বলিয়া ভজন-চিন্তায় দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে। তুমি ইহার ঘোর প্রতিবাদ

করিবে। আবশ্যক হইলে আমি প্রকাশ্য সভায় ইহার বিচার করিতে প্রস্তুত আছি।

যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে 'পরতত্ত্ব' বলিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বলিবে— তাহা হইলে শাস্ত্রের বহুক্ষেত্রে 'পরমব্রহ্ম'-শব্দের উল্লেখ দেখা যায় কেন? 'পরমব্রহ্ম' বলিলে ব্রহ্ম হইতে আরও উন্নত তত্ত্বকে অর্থাৎ পরম-বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতেছে। সুতরাং 'ব্রহ্ম' পরতত্ত্ব নহে। এ-সম্বন্ধে সাক্ষাতে তোমার সহিত আলোচনা করিব।

ব্রহ্মজ্ঞান একটা Negative aspect; Positive aspect—ভগবৎ জ্ঞান। Negative idea-র কোন মূল্য নাই। গীতার বক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তিনি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাতা। "**ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্**" (গীঃ ১৪।২৭)— 'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।' এই বাক্যটী ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবে।

'বিষ্ণু'-শব্দটী বেদের। ব্রাহ্মণজাতি মাত্রই 'বিষ্ণু'-শব্দ উচ্চারণ করিয়া আচমন করিয়া থাকেন। অসুরগণ বিষ্ণু-নাম শুনিলে ভীত হয়। পত্রে সমস্ত কথা লিখিবার স্থান নাই। সংসার করিতে হইলে অর্থোপার্জ্জন-উপযোগী বিদ্যার আবশ্যকতা আছে, তবে পারমার্থিক বিদ্যা সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বমঙ্গলময়। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৮শ বর্ষ। ৩য় সংখ্যা)

পত্র—১০

'মহাজন' সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, পোঃ-চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ৫।১।১৯৬১

স্নেহাস্পদেষু—

-----! তোমার ৩০।১২।৬০ তারিখের পত্র গতকল্য পাইয়াছি। তোমার বড়দিনের ছুটি 'হরিকথা'য় কাটিয়াছে জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। তোমার বন্ধুর চিত্তবৃত্তি অনেকটা ভগবদ্ভক্তির দিকে যাইতেছে জানিয়া তুমি খুব আনন্দ প্রকাশ করিতেছ, ইহা স্বাভাবিক। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকিলে কেহ ভগবদ্ভক্তিতে অগ্রসর হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সূক্ষ্ম বিচারের কথা অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অনুসরণ করিতে পারে না। সুতরাং ঐরূপ ব্যক্তি সুকৃতিসম্পন্ন হইলে জগতের অনেক কল্যাণ হইতে পারে। আমি জানুয়ারী মাসে এখানে থাকিব, ইহা ঠিক। তবে আসাম হইতে ----- গোলকগঞ্জে যাইবার জন্য খুব পীড়াপিড়ি করিতেছে। তাহাতে ১৯শে জানুয়ারী তথায় গিয়া ২৪শে জানুয়ারী এখানে ফিরিতে পারি। ----- আমাকে লইবার জন্য একদিন আসিয়াছিল, তথায় বিশেষ জরুরী কাজ পড়িয়াছে। তবে খুব সম্ভব তথায় এখন যাওয়া না হইতে পারে। সুতরাং জানুয়ারী মাস এখানে থাকিব বলিয়া মনে হইতেছে। জানুয়ারীর শেষ রবিবার অর্থাৎ ২৯।১।৬১ তারিখ পর্য্যন্ত এখানে থাকিব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"**ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ॥**"— যে শাস্ত্র এই বাক্যটী লিখিয়াছেন, সেই শাস্ত্রই মহাজন কাঁহারা, তাহা নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে মাত্র দ্বাদশ মহাজনের নাম

উল্লেখ আছে। তাঁহাদের অনুবর্ত্তনের কথাই লিখিত হইয়াছে। উক্ত দ্বাদশ মহাজনই ধর্ম্মপ্রচারক গুরু, অন্য কেহ নহে। দ্বাদশ মহাজন,—

''স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভু কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥ (ভাঃ ।৩।২০)

স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, দেবহূতি-পুত্র কপিল, মনু, জনক, ভীষ্ম, বলি, বৈয়াসকি, প্রহ্লাদ, যম—এই দ্বাদশ মহাজন।

সুতরাং সকলেই মহাজন নহে। উক্ত দ্বাদশ মহাজনের অধীন যাঁহারা, তাঁহাদিগকেই মহাজনানুগ বলা হয়। ইঁহারা সকলেই বৈষ্ণব। ধর্ম্মজগতে প্রত্যক্ষ-বাদী, পরোক্ষ-বাদী, অপরোক্ষ-বাদী এবং চতুর্থ 'অধোক্ষজ' হইতেও অপ্রাকৃত-তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব অধিক।

স্মরণাতীত কাল হইতেই প্রথম তিন শ্রেণীর (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-বাদী, পরোক্ষ-বাদী, অপরোক্ষ-বাদী) ধর্ম্মবেত্তা চলিয়া আসিতেছে। তাহারা শাস্ত্রীয় মহাজন নহে। সাক্ষাৎ হইলে এইসব কথা আরও আলোচনা করিব। যাহার যেরূপ ভাগ্য, সে সেইরূপই গুরু করিয়া তাঁহার অধীন হইয়া পড়ে। অধিক কি, ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪১শ বর্ষ। ৭ম সংখ্যা)

পত্র—১১

স্মার্ত্তাচার নয়, বৈষ্ণব-মহাজনগণের সাত্বত-স্মৃতির অনুগমনই কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, পোঃ-চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ৪।৭।১৯৬১

স্নেহাস্পদেষু—

-----! তোমার ১৪ই আষাঢ়ের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। -----র বাড়ীতে বৈষ্ণব-সম্মিলনী হইয়াছিল জানিলাম। সম্মিলনী যত বৃদ্ধি পায়, ততই ভাল। তবে হরিভক্তির সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে বৈষ্ণব-সম্মিলনীর কোন মূল্য থাকে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিশেষতঃ 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি'র কর্ত্তব্য—যাহাতে স্মার্ত্তাচার বন্ধ হইয়া সাত্বত-স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়াসার-দীপিকার প্রচার হয়। ইহার প্রতিকূলে কোন কথাই বেদান্ত সমিতি স্বীকার করেন না। প্রভুপাদের শিষ্য পরিচয় দিয়া অনেক শৌক্রকুলোদ্ভূত সন্ন্যাসী কতকটা স্মার্ত্তাচারের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। বেদান্ত সমিতি তাঁহাদের ঐ স্মার্ত্তাচার অনুমোদন করেন না। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সময় কি বিচার ছিল বা না ছিল এবং তিনি কি কি আচরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিকটস্থ সেবকগণই সুষ্ঠুরূপে জানেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিতেন, তাঁহারা স্বেচ্ছায় কোন আচার গ্রহণ না করিলে তাহাতে প্রভুপাদের দোষ হইবে না এবং তাহা প্রভুপাদের স্বীকৃত মত বলিয়া ধরা হইবে না।

আজকাল অনেকেই সুবিধাবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্ম্মকে সহজ করিয়া লইতে পারিলেই ভাল, নচেৎ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাই আজকালকার

লোকের যুক্তি। ----- সুবিধাবাদী। তুমি বিচার করিয়া দেখ—আমার জীবদ্দশাতেই ----- ও -----প্রভু অনাচারকে আচার বলিয়া চালাইতেছে। আমার অবর্ত্তমানে তাহারাই বলিবে যে, গুরু-মহারাজের প্রকটকালে যে আচরণ করিয়াছি, তাহাই তাঁহার অনুমোদিত এবং আমরা তদনুসারেই সমাজ গঠন করিব। এরূপ যুক্তি শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

যাহারা শাস্ত্র মানিতে পারেন না, তাহারাই হেয়। **যাঁহারা শাস্ত্র মানিয়া চলেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ**। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, শাস্ত্র মানিয়া চলার অবস্থাটা ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। কোন দল গঠনপূর্ব্বক শাস্ত্রের বিধি জোরপূর্ব্বক চাপা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু শাস্ত্রের বিধি অধিকতর জোরের সহিত সমগ্র জীবের নিকট ব্যক্ত করাই প্রয়োজন। যদি লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে একজনও ঐ প্রকার শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিতে পারেন, তবে তিনিই আদর্শ, তিনিই ধন্য।

শাস্ত্রকারগণের কৃত ব্রতোপবাসের বিধি স্বাস্থ্যহানিকর বা ধর্ম্মহানিকর নহে। উপবাসগুলি বাহ্যদৃষ্টিতেও শরীরের উন্নতিসাধক, ব্যাধিনাশক, দীর্ঘায়ুকারক। **ইহা গৃহী ব্যক্তির জন্যই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, কেবল ত্যাগি-জীবনের জন্য নহে। হরিভক্তিবিলাস গৃহী বৈষ্ণবের জন্যই রচিত হইয়াছে।** হরিভক্তিবিলাসের প্রারম্ভেই শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী ইহা স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন। যাঁহারা হরিভক্তিবিলাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা জানেন। হরিভক্তি-বিলাসে ত্যাগ বা সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। সৎক্রিয়াসার-দীপিকাতেও সন্ন্যাসের কোন কথা লেখা নাই। উহা পৃথক্‌ভাবে গ্রন্থের 'সংস্কার-দীপিকা' নামক পরিশিষ্ট-বিভাগে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ত্যাগিগণকে সাধারণ বহু বিধি পালন করিতে হয় না, যাহা গৃহস্থগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

তুমি বিশেষ নিষ্ঠার সহিত শ্রীবেদান্ত সমিতির আচার রক্ষা করিয়া চলিবে। যাঁহারা বেদান্ত সমিতির শাস্ত্রীয় আচার পালন করিবেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। **সুবিধাবাদের মূলে ভোগ—ইন্দ্রিয়তর্পণ। তাহা**

যতদূর হ্রাস পায়, ততদূরই ভাল। তুমি আমার পত্র (২ খানা) পড়িয়া সকলকে শুনাইবে এবং সকলকে বলিবে যে,—'বেদান্ত-সমিতিই প্রভুপাদের আচার-বিচার সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছে।' অন্যত্র এইরূপ আচারের পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহা আদর্শ বলিয়া গণ্য হইবে না। জন্মাষ্টমী, গৌর-পূর্ণিমা, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী, নিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী প্রভৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদের সময়ে তিনি স্বয়ং দিবারাত্র নিরম্বু উপবাস করিয়াছেন এবং আমরা তাহা করিতাম। **শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত আচরণই সমগ্র বিশ্বের আদর্শ।** কোন দুর্ব্বল-ব্যক্তির আচরণ আমাদের আদর্শ নহে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪১ বর্ষ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা)

পত্র—১২

ব্যবহারের দোষ-গুণেই অর্থ—অনর্থ ও পরমার্থ; সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য-বর্ণন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া।
ইং ৪।৮।১৯৬১

স্নেহাস্পদেষু—

----- ! তোমার চিঠি পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। **টাকাকড়ি হরিসেবার মূল বস্তু নয়। অর্থই অনর্থের মূল**। যে-অর্থ বিষয়কার্য্যে অথবা নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যয়িত হয়, তাহাই অনর্থ; কিন্তু যে-অর্থ হরিসেবায় লাগে বা লাগিতে পারে, তাহা অনর্থ নহে; বরং তাহাকে পরমার্থ বলা যায়। ----- মহারাজ তোমার নিকট কি হরিসেবা ছাড়া অন্য কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য অর্থ চাহিয়াছিলেন? তাহা হইলে সেরূপভাবে তাহাকে অর্থসাহায্য না করাই প্রয়োজন।

তুমি লিখিয়াছ—তোমার যে-অর্থ মজুত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা হরিসেবায় লাগিবে। তোমার এ বিচার ভাল, তবে সদ্য সদ্য সেবার ক্ষেত্র উপস্থিত হইলে তখনই সেই সেবায় মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। বদ্ধজীবের ভবিষ্যৎ প্রায়ই অন্ধকারময় হইয়া থাকে। সুতরাং **তুমি সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্‌ভাবে থাকিতে যাইও না। পৃথক্ থাকিলে মায়া আক্রমণ করিবে।** সামান্য অর্থ বাঁচাইতে গিয়া মায়িক কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। তুমি ----- মহারাজের সহিত পরামর্শ করিয়া যে-কোন উপায়েই হউক, পুনরায় মঠে থাকিবার ব্যবস্থা করিবে। তুমি কিরূপ ব্যবস্থা করিতেছ, পত্রপাঠ আমাকে জানাইবে।

তোমার মাতা ঠাকুরাণী হরিনাম লইয়া যাইবার সময় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজের রান্না করিয়া একাকী থাকার পক্ষে অসুবিধা হইলে তোমার সহিত একত্রে রেলওয়ে কোয়ার্টারে থাকিবেন। আমার মনে হয়, তাঁহার শরীর সুস্থ হইয়াছে; এখন তাঁহার কোন অসুবিধা নাই। তবে তিনি যদি তোমার সঙ্গে থাকেন, তাহা হইলেও তোমার ভজনের সুবিধা হইবে না। হরিসেবা করিবার সময় কম পাইবে। ----- মহারাজকেও আমি পত্র দিতেছি। তোমরা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া মঠের কার্য্য চালাইবে। নবদ্বীপে আমাকে পত্র দিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪১ বর্ষ। ৯ম সংখ্যা)

পত্র—১৩

শ্রীগুরুতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, পোঃ-চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ৫।১১।১৯৬১

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কয়েকদিন পূর্ব্বে আপনার একখানি পত্র পাইয়াছি। ----- বর্ত্তমানে ভালই আছে, সেবাকার্য্যাদি রীতিমত করিতেছে। পূর্ব্বে যেরূপভাবে ছিল এখন তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল, দেখা যায়। এই অবস্থা স্থায়ী হইলে ভাল। তবে সাধারণ নীতিশাস্ত্র বলিয়া থাকে,—"**অব্যবস্থিত-চিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।**" অর্থাৎ আশু প্রসন্নভাব দেখা গেলেও ভবিষ্যতে হয়ত' উৎপাত সৃষ্টি হইতে পারে। সে যাহা হউক্, যতদিন ও আগ্রহের সহিত হরিকথার মধ্যে হরিসেবা করিবে, ততদিন মঙ্গল। আপনি তাহার মঙ্গলের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাতে আপনারাও মঙ্গল নিহিত আছে। **নিজের মঙ্গল ও অন্যের মঙ্গল—উভয়ই প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, উহা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত।**

শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু তত্ত্বতঃ একই বস্তু। এ বিষয়ে আপনি ঠিকই লিখিয়াছেন। **যিনি গুরুসেবা শিক্ষা দেন, তাঁহাকেই শিক্ষাগুরু বলে। যে কোন ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বাক্য উচ্চারণ করিলেও 'শিক্ষাগুরু' পদবাচ্য হইতে পারেন না। দীক্ষাগুরু-পাদপদ্মে রতি-মতি স্থাপন করাই শিক্ষাগুরুর কার্য্য। দীক্ষাগুরুতে ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করিলে শিক্ষাগুরুত্ব থাকে না।** সুতরাং দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু একই পর্য্যায়ে গ্রহণ করা হয়। কেবলমাত্র লীলাগত বা ক্রিয়াগত পার্থক্য আছে, ইহাই জানিতে হইবে।

অর্চ্চনমার্গে দীক্ষাগুরুর ক্রিয়াই সর্ব্বাগ্রে করা উচিত, শিক্ষাগুরুর নহে। তবে দীক্ষাগুরু অপেক্ষা শিক্ষাগুরু অত্যন্ত প্রভাবশালী হইলে উভয়কেই একসঙ্গে দণ্ডবৎ করিতে হয়। শিক্ষাগুরু অত্যন্ত প্রভাবশালী হইলে শিষ্যের সমস্ত অপরাধ হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে স্থাপন করিতে পারেন। এজন্য তাঁহাকে 'ভজনগুরু' বলা হয়। গুরুদেবের বিচার করিতে গিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—প্রথম বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু, দ্বিতীয় নামগুরু, তৃতীয় দীক্ষাগুরু, চতুর্থ শিক্ষাগুরু ও পঞ্চম ভজনগুরু। এই পর্য্যায়-অনুসারে অর্চ্চনমার্গ করিয়া ভজনগুরুর শ্রেষ্ঠত্ব দর্শাইয়াছেন। তবে **দীক্ষাগুরুই সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিতে পারেন।** দীক্ষাগুরুতে শিক্ষা ও ভজন-সম্বন্ধে অধিকার না থাকিলে ভজনগুরুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইবে। মূলকথা, আমাদের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছিতে হইবে, যে কোন উপায়েই হউক্।

এ বৎসর পরিক্রমায় বহুলোক লইয়া আসিবেন। ইতি—

—শ্রীগৌরজনকিঙ্কর

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪১বর্ষ। ৩য় সংখ্যা)

পত্র—১৪

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারই বাস্তব বদান্যতা ও জীবে দয়া

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া।
ইং ২৭।১২।১৯৬১

স্নেহভাজনেষু—

-----! তোমার ২৩।১২।৬১ তারিখের ৮০ লাইন লিখিত ১খানা পোষ্টকার্ড পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। সুদীর্ঘ দেড়বৎসর তোমাকে উপাধির জন্য কলেজে থাকিতে হইবে। আমিও প্রত্যহই তোমার কথা চিন্তা করিয়া থাকি, আর নরোত্তম ঠাকুরের একটী গান স্মরণ করি। তিনি লিখিয়াছেন,—"**রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।**" সর্ব্ববিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাই প্রবল, ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবে। তিনি যেভাবে যাহাকে গঠন করিয়া তোলেন, তিনি সেইভাবে গঠিত হইয়া থাকেন। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারও চলিবার ক্ষমতা নাই।

যাহা হউক, যাহাতে ভালভাবে পাশ করিতে পার, সেই বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইবে। বৈষ্ণব-হৃদয় সমস্ত গুণেরই বিলাসভূমি। সুতরাং পার্থিব জগতের যাবতীয় গুণই, তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান বৈষ্ণবগণে থাকে। জড়বিজ্ঞান আসুরিক হইলেও দেবতাগণ তাহাতে (উক্ত বিজ্ঞানে) কমা নহেন। তুমি ভাল করিয়া পাশ করিয়া আসিবে।

সর্ব্বদাই সত্যকথা প্রচারে ব্রতী থাকিবে। সৎসাহসযুক্ত ব্যক্তিগণের ভগবানই সহায়। পৃথিবী অসৎপথে চলিলেও আমরা তাহার দাসত্ব করিব না। পাপপ্রবৃত্তির বা অসৎকথার কোন প্রশ্রয় দিবার জন্য জন্মগ্রহণ করি

নাই। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আসুরিক শিক্ষাকে আমরা আদৌ প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহি। কলির প্রাবল্যে বিশ্বের যাহা প্রগতি, তাহা রোধ করিতে হইবে। বিশ্বের মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের ইহাই একমাত্র ব্রত হওয়া দরকার। ইহার নামই মহাবদান্য এবং ইহাকেই বলে জীবে দয়া। তুমি নির্ভীকভাবে সত্যকথা বলিবে। সত্য প্রচারের জন্য নিত্যানন্দ প্রভু, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ পাষণ্ডগণের দ্বারা প্রহৃত হইয়াছেন। এমন কি, বহু মহাজনকে সত্যের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে। সুতরাং আমাদের ভীত হইলে চলিবে না। মহাপ্রভুর Policy—তৃণাদপি সুনীচ হইয়া এবং বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া জীবে দয়া বা প্রচার করিতে হইবে। ভগবৎকথা-প্রচারই জীবে দয়া।

অধিক কি? আমার শরীর একপ্রকার আছে। আমি আগামী ৪।১।৬২ তারিখে মথুরা যাচ্ছি। ইতি—

—শ্রীগৌরজনকিঙ্কর
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪২শ বর্ষ। ২য় সংখ্যা)

পত্র—১৫

অষ্টগ্রহ-সমাবেশরূপ বিপদাপদেও ভক্তগণের হরিকীর্ত্তনমুখে হরিভজন কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, পোঃ-চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ৩।১।১৯৬২

স্নেহাস্পদেষু—

-----! ----- নামীয় তোমার ইন্‌ল্যাণ্ড লেটার দেখিলাম। অষ্টগ্রহের সমাবেশে বৈকুণ্ঠবাসীর কিছু আসে যায় না। তবে **সাধক জীবমাত্রেরই সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন বিধেয়।** তন্মধ্যে কোন একটী উপলক্ষ আসিয়া হাজির হইলে তখন হরিকীর্ত্তনের সুযোগ উপস্থিত হইল মনে করিয়া প্রচুর আনন্দের সহিত হরিকীর্ত্তন ও হরিভজন করিতে হইবে।

পৃথিবীর লোক চিরদিনই হরিকীর্ত্তন-বিরোধী। ভগবদিচ্ছাক্রমে গ্রহ-উপগ্রহসকল তাহাদের হরি-বিরোধিতার জন্য—শাসন করিবার জন্য ভীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। পাপী ও অপরাধী ব্যক্তিগণ ভগবৎশাসন এড়াইবার জন্য ভগবানের আনুগত্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করে। মঙ্গলময় ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণের অভিসম্পাত হইতে রক্ষা করেন। ইহা তাহাদের রক্ষাকবচ হইলেও এইরূপ দুর্ঘটনা পুনঃ সংঘটিত হইলেই হরিপ্রীতিমূলক কার্য্যে স্থায়ীচেষ্টা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

আমরা হরিবিরোধী কার্য্য দেখিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ি। সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ আমাদের ক্ষুণ্ণ মনে শান্তি দিবার জন্য জগতে বিপদ-আপদ প্রেরণ করেন। তাহাতে বিশ্ববাসী কর্ম্মি-জ্ঞানি-সম্প্রদায় বিপদ্‌ভঞ্জন হরির

ভজনচেষ্টা প্রদর্শন করে। সেই সুযোগে কর্ম্ম-জ্ঞানের চেষ্টা হ্রাস পাইলে ভগবদ্ভক্তগণের সেবাচেষ্টার সুযোগ ঘটে।

বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা বিপদ্, অন্তর্ম্মুখ ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহাই সম্পদ্। সুতরাং গ্রহ-সমাবেশের দ্বারা ভগবদ্ভক্তগণের সেবা-সুযোগ মিলিয়া থাকে। স্মার্ত্ত বহির্ম্মুখগণও 'ভগবান্ মধুসূদন ব্যতীত অন্য কেহ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার নাই' জানিয়া ভগবদ্ভজনের চেষ্টা করে। তখন প্রতীপ-জনেরও অনুকূল চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া ভগবদ্ভক্তগণ মহানন্দে নামযজ্ঞ বা হরিকীর্ত্তনযজ্ঞ করিয়া থাকেন। আমরা তাহাই করিব।

ওখানকার সকল ভক্তগণকে এই পত্র পড়িয়া শুনাইবে ও তদনুসারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিবে। আমি আগামীকাল মথুরা যাইতেছি। তথা হইতে জয়পুর হইয়া ২৪শে জানুয়ারী নবদ্বীপ ফিরিব। তোমাদের কুশল দিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪২শ বর্ষ। ১ম সংখ্যা)

পত্র—১৬

দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরষের পক্ষে ভগবদ্ভজন নহে

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ,
কংসটীলা, পোঃ-মথুরা (উঃ প্রঃ)
ইং ২৭।১।১৯৬২

স্নেহাস্পদেষু—

----- মহারাজ! ✶ ✶ ✶ব্যপার শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। মাধুর্য্যরসের সেবকগণে বীরত্বের অভাব কল্পনা করা ঠিক নহে। **মাধুর্য্যরস পূর্ণ রস, তাহাতে দ্বাদশ রসেরই অবস্থিতি**। আবশ্যক ক্ষেত্রে সমস্তই মধুররসের সেবকগণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নিষ্ক্রিয়তা অলসতার প্রতীক। '**শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল, বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল**' এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের ১টী পয়সা রক্ষা করিবার জন্য একলক্ষ হত্যাকাণ্ডের প্রশ্রয় দেওয়া যায়—ইহা শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় মহাপুরুষগণের শিক্ষা।

'**নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ**'—উপনিষদের এই বাক্য স্মরণ করিলে বুঝা যায়—**দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষের পক্ষে ভগবদ্ভজন নহে**। সহজিয়াগণের দুর্ব্বুদ্ধিতার ফলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার্য্য বিষয় লোপ পাইতে বসিয়াছে। আমরা সহজিয়াগণের ন্যায় মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতে কোনপ্রকার দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিব না। **হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হরিভজনের প্রধান অনর্থ।** ইহা হইতে পরিমুক্ত পুরুষগণই প্রচারকার্য্যে সর্ব্বোত্তম অধিকারী। তাঁহারাই পৃথিবীকে শিষ্য করিবার যোগ্য। বীরত্বের লক্ষণ নিষ্পন্দন নহে। স্পন্দন চেতনের ধর্ম্ম।

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ন্যায় বীরপুরুষগণের বংশে পারমার্থিক জন্মলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছি। তাহা ছাড়া সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বীর শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া দাবী রাখি। যাহারা ভীরু, কাপুরুষ, ক্লীব, অলস, তাহারাই আজকালকার বাবাজী, মাতাজী বা জাতি-গোস্বামিগণের ভগবদ্ভক্তবিরোধী চেষ্টার আনুগত্য করিয়া থাকে। আমরা সহজিয়াগণের Devotional blunder-এর পুনরাবৃত্তি করিব না। 'তৃণাদপি সুনীচের' প্রকৃত ব্যাখ্যা—'**তবে লাথি মার তার শিরের উপরে**'—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লেখনীতেই পাওয়া যায়। **শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের 'ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে' স্মরণ রাখিলে তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইতে পারা যায়।** অধিক কি, -----র প্রদত্ত বাড়ী কি হরিসেবায় লাগিবে না? এই পত্র সকলকে পড়িয়া শুনাইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪১শ বর্ষ।৮ম সংখ্যা)

পত্র—১৭

নিষ্ঠার সহিত চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রতপালন সহ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-বিশিষ্ট হইতে হইবে

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ,
কংসটীলা, পোঃ-মথুরা (উঃ প্রঃ)
ইং ৩০।১।১৯৬২

স্নেহাস্পদেষু—

-----! ✶ ✶ ✶ ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার সময় তুমি গিয়া ঘরটী দখল লইয়া আমাদের তরফে বন্দোবস্ত করিলে ভাল হইত। আমাদের লোকজন ঐরূপ বিষয়কার্য্যে অনুপযুক্ত। তোমরা হরিসেবার কার্য্যে ঐরূপ উদাসীন হইলে চলিবে কেন? কার্য্যের সময় অতিক্রম করিয়া গেলে তাহাতে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়।

-----প্রভুর বিচারধারা লোকমুখে যাহা শুনিতেছি, তাহা বেদান্ত-সমিতির ভক্তিপ্রচারের অনুকূল নহে। তুমি তাহাতে গা ঢালিয়া দিও না। **কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-বিশিষ্ট না হইলে রাধারাণীর কৃপালাভ করা যায় না।** ভগবানের জন্য কষ্টস্বীকার করাই ভক্তির লক্ষণ। সুখ-সুবিধা খুঁজিতে যাওয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ বলিয়া জানিবে। ভগবৎসেবা সর্ব্বতোভাবে করা আবশ্যক।

তোমাদের ঐদিকে চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রতের পরিপন্থীরূপে অনেকে আরাম খুঁজিয়া বেড়ায়। ইহা শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বীয় আচরিত প্রচারের বিরুদ্ধ। তুমি এইসব কার্য্যের অনুমোদন ও প্রশ্রয় দিবে না। হরিভক্তিবিলাসের বিধি সমস্তই গৃহস্থব্যক্তিগণের অবশ্য পালনীয়। হরিভক্তিবিলাস কাহাদের জন্য লেখা হইয়াছে, তাহা শ্রীল সনাতন

গোস্বামী ও শ্রীল গোপলভট্ট গোস্বামী ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে মুখবন্ধেই লিখিয়া দিয়াছেন। 'গৃহস্থ ভক্তগণের অনেক পরিশ্রম করিতে হয়,'—এইরূপ অছিলায় ব্রতাদি পালন না করা অত্যন্ত অন্যায় ও অপরাধজনক। বেদান্ত-সমিতির বৈশিষ্ট্য কখনও নষ্ট করা উচিত নহে। শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রতাদি-পালনে পরাঙ্মুখ হইলে উহা কখনও আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবে না। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪২শ বর্ষ। ৩য় সংখ্যা)

পত্র—১৮

স্ত্রীলোকের পক্ষে গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেয়ঃ, শ্রীনামাশ্রয়েই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের দর্শন-কৃপালাভ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ,
কংসটীলা, পোঃ-মথুরা (উঃ প্রঃ)
ইং ৩০।১।১৯৬২

স্নেহাস্পদেষু—

-----! সাংসারিক জীবনে মায়ামোহ অবশ্যম্ভাবী। স্ত্রীলোকের পক্ষে সংসারে থাকিয়াই ভগবানের প্রতি আসক্তি সমর্পণ করিতে হয়। মহাজনগণ বলিয়াছেন,—

বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেইমত প্রীতি হউক্ চরণে তোমার॥

এই শিক্ষাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। বিধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে পুত্র-কন্যাই প্রধান আসক্তি ও প্রীতির স্থল। সাধারণতঃ ভাবী সুখ-শান্তির জন্য পুত্রের প্রতি প্রচুর আশা, আকাঙ্ক্ষা করা হইয়া থাকে। তুমি পুত্র-কন্যার প্রতি কর্ত্তব্যবোধে তাহাদিগকে যত্নাদি করিবে, যাহাতে তাহারাও ভগবদ্ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তবে তাহাদের প্রতি কোনপ্রকার আসক্তি, মমতা রাখিবে না। তাহাদের প্রতি যেরূপ আসক্তি আছে মনে করিবে, সেই আসক্তি ভগবানেতে সমর্পণ করিবে।

তুমি একটী খুব ভাল কথা লিখিয়াছ,—'যত দুঃখ কষ্ট আছে, তা' সব এ জন্মেই দিয়ে দিন।' এই কথাটী সর্ব্বদা ভগবানের নিকট জানাইবে।

তোমার এই বিচারটী আমার খুব ভাল লাগিয়াছে। তুমি অন্তিম সময়ে আমার দর্শন প্রার্থনা করিয়াছ। দিবা-রাত্র শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অপার করুণার কথা চিন্তা করিলে অন্তিম সময় কেন, সর্ব্বদাই তাহাদের দর্শন হৃদয়েতে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। '**কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ**'—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে; সর্ব্বদা অন্ততঃ অবসর সময়ে শ্রীহরিনাম করিবে। শ্রীনামের নিকট তোমার ভজন-বাধা দূর করিবার জন্য নিবেদন জানাইবে। শ্রীনাম সমস্ত জীবের সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা দূর করিয়া থাকেন। তোমার পুত্র-কন্যাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪১শ বর্ষ। ১২শ সংখ্যা)

পত্র—১৯

নিঃসর্ত্তে নির্গুণ-দানস্থলেই মঠ-মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ,
কংসটীলা, পোঃ-মথুরা (উঃ প্রঃ)
ইং ৫।২।১৯৬২

স্নেহাস্পদেষু—

-----! আমরা 'দান' বলিতে নিঃসর্ত্তে দান করাকেই বুঝি। তাহাই সাত্ত্বিক দান। সাত্ত্বিক দান না হইলে ভগবৎসেবায় লাগে না। ভগবদ্ভক্তের হাতে ঐ প্রকার দান বিশুদ্ধসত্ত্বে অর্থাৎ নির্গুণরূপে পরিণত হয়। তাহা আমতল্যায় (?) সম্ভবপর হওয়া কঠিন।

ভুবনবাবু তাঁহার নামে কিভাবে মঠ করিবেন, বুঝিলাম না। 'ভুবন' বলিলে পৃথিবী বা মাটি বুঝায়। শ্রীবেদান্ত-সমিতির মঠ প্রাকৃত জগৎ, পৃথিবী বা মাটিয়া দেশের বাহিরে থাকে। সুতরাং 'ভুবন' নামে কোন মঠ হইতে পারে না; তবে তাঁহার নামে একটী প্রস্তর ফলক সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

তাঁহার জমির মূল্য ৫/৭ হাজার টাকা, কিন্তু আমাদের ২০/২৫ হাজার টাকা খরচ করিয়া মঠ-মন্দিরাদি করিতে হইবে। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে উহা দান নহে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪২শ বর্ষ। ৯ম সংখ্যা)

পত্র—২০

চাতুর্ম্মাস্য ব্রত এবং রথযাত্রানুষ্ঠান প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, পোঃ-চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ১২।৭।১৯৬২

স্নেহাস্পদেষু—

-----! তোমার পত্র কল্য পাইয়াছি। ২৮শে আষাঢ় গৌর-একাদশী, ইহা লেখা আছে, তবে বড় বড় অক্ষরে একাদশীর উপবাস ছাপা হয় নাই। তাহা না হইলেও ২৯শে আষাঢ়—একাদশীর পারণ লেখা আছে; সুতরাং মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ উপবাস লেখা না হইলেও পারণ দেখিলেই উপবাস বুঝিতে পারা যায়। ঐদিন শয়ন-একাদশী, সুতরাং ২৮শে আষাঢ় শুক্রবার একাদশীর উপবাস করিয়া শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ৯টা ২৯ মিনিটের মধ্যে পারণ করিবে।

চাতুর্ম্মাস্য-বত সম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাসে যেরূপ মত আছে, সেইরূপ মতানুযায়ী আমাদের পঞ্জিকায় তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বাদশীপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য আরম্ভ করা যাইতে পারে এবং পূর্ণিমা দিবস হইতেও চাতুর্ম্মাস্য আরম্ভ হইয়া থাকে। অথবা সৌর মাসের ১লা তারিখ হইতে অর্থাৎ ১লা শ্রাবণ হইতেও চাতুর্ম্মাস্য আরম্ভ করা হইতে পারে। এই বৎসর পূর্ণিমা ১লা শ্রাবণে হওয়ায় উভয়পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য একদিনেই হইয়াছে। বিশেষ কথা এই যে,—**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত জনগণ ও প্রভুপাদের অনুগৃহীত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণপক্ষে পূর্ণিমার দিনেই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ কর্ত্তব্য।** বিশেষতঃ 'মাস' বলিলে চান্দ্রমাস পূর্ণিমা হইতেই আরম্ভ হয়। **'চাতুর্ম্মাস্য' বলিলে পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারটী মাসকেই চাতুর্ম্মাস্য বলে। গৃহস্থগণ পূর্ণিমাতেই ক্ষৌরকার্য্য**

করিয়া ব্রতারম্ভ করিবে—অন্যরূপ করিবে না। শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবহেতুই পাড়াগাঁয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি হইতেছে। চাতুর্ম্মাস্যের বিধি হরিভক্তি-বিলাস হইতে আমাদের পঞ্জিকাতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নীচে তাহার অনুবাদ এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বিবরণ পড়িয়া লইবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের পঞ্জিকা ভাল করিয়া পড়িবে। আমরা পঞ্জিকায় যাহা লিখিয়াছি, তাহা ঠিকই আছে। সামান্য মস্তিষ্ক চালনার প্রয়োজন।

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার ৪৭৬ গৌরাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান বর্ষের রথযাত্রা, হেরাপঞ্চমী, পুনর্যাত্রা প্রভৃতি সমস্তই ঠিক লেখা আছে। বাঙ্গালার সমস্ত পঞ্জিকাকারগণ ভুল করিয়াছে। এমনকি, সংবাদপত্রওয়ালারা সাধারণকে ধোকা দিয়া পাটেয়ারী-চালে রথ-সম্বন্ধে সংবাদ লিখিয়াছে। পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ আমাদের পঞ্জিকানুযায়ীই হইয়াছে। আমাদের পঞ্জিকায় ১৯শে আষাঢ় বুধবার রথযাত্রা লেখা আছে এবং ঐদিনে হরিভক্তিবিলাসের প্রমাণ শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে মোট অক্ষরে ছাপা আছে,—"**রথযাত্রাশ্চ জগন্নাথানুসারতঃ কারয়েৎ।**"★ সুতরাং রথযাত্রা পুরীতে যেভাবে হইবে, সেইভাবেই করিতে হইবে। আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি এবং এই সম্বন্ধে সংবাদ পাইয়াছি—পুরীর রথ বুধবারেই হইয়াছে। মঙ্গলবার হয় নাই। কেহ যদি মঙ্গলবার পুরীতে রথ হইয়াছে বলিয়া লিখিয়া থাকে, তাহা হইলে সে মিথ্যা কথা লিখিয়াছে। সে জালিয়াত, প্রতারক। শাস্ত্রজ্ঞানহীন ভণ্ড পঞ্জিকাকারগণের কথা আমরা মানি না। আমরাই ঠিক, অন্য সকলেই ভুল। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪১শ বর্ষ। ১০ম বর্ষ)

★ কিন্ত্বীদৃগ্ ভক্তিসন্দর্শী-**জগন্নাথানুসারতঃ।**
দোলা-চন্দন-কীলাল-**রথযাত্রাশ্চ** কারয়েৎ॥ (হঃ ভঃ বিঃ)

পত্র—২১

বিজ্ঞান-শব্দের বাস্তব অর্থ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, পোঃ-চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ২।৮।১৯৬২

স্নেহাস্পদেষু—

-----! তোমার ৩০।৭।৬২ তারিখের -----মহারাজের নামীয় পত্র আমি পূর্ব্বচক (মেদিনীপুর) হইতে আসিয়া পাইলাম।

বিশ্ববাসীকে আমাদের শান্তির পথ দেখাইতে হইবে। ভ্রান্তপথিক বা অন্ধপথিক ঠিকপথে বা উপযুক্ত পথে চলিতে জানে না ও চলিতে পারে না। অন্ধের ক্ষমতা নাই; অজ্ঞ বিপথগামী। অজ্ঞকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে। আজকাল যাহা বিজ্ঞান, তাহাই অজ্ঞান—ইহা বিজ্ঞানীদের মত। 'জ্ঞান' শব্দের পূর্ব্বে 'বি'-উপসর্গ থাকিলে 'বিজ্ঞান' হয়। 'বি'-উপসর্গটী বৈয়াকরণিকগণের মতে 'বিশেষ' ও 'বিচ্যুতি'—এই দুইপ্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। যেমন—বিশ্রী, বিস্মৃতি, বিফল, বিকৃতি ইত্যাদি শব্দের 'বি'-উপসর্গটী বিচ্যুতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিকৃতি শব্দের 'বি' উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আজকালকার 'বিজ্ঞান'-শব্দটির অজ্ঞানিগণের একপ্রকার অর্থ এবং প্রকৃতজ্ঞানিগণের অন্যপ্রকার অর্থ। সুতরাং 'বিজ্ঞান' বলিলে দুইপ্রকার অর্থই বুঝাইবে।

আমি পূর্ব্বচকে -----প্রভুর দেহান্তোপলক্ষে ১০।১২ দিন এই অজ্ঞান-নামক বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছিলাম। আলোচনার সুযোগ হইয়াছিল, কারণ, তাঁহার নাতি -----দাস বিজ্ঞানের এম. এস. সি. এবং পাঁশকুড়া কলেজের প্রফেসর। তিনি Mathematical Psychology পড়ান।

তাহার রচিত ১খানা বই (ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান) Class IX—XI এর জন তথা B.A. পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের Approved হইয়া পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থও ঠিক বিজ্ঞানসম্মত হয় নাই। তুমি এখানে আসিলে আলোচনা করিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪১শ বর্ষ। ৫ম সংখ্যা)

পত্র—২২

শ্রীল প্রভুপাদের আচার-বিচার-চ্যুত জনের সঙ্গ পরিত্যজ্য

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, পোঃ-চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ৩১।৩।১৯৬৩

স্নেহাস্পদেষু—

-----! প্রভো! আপনার ২২।৩।৬৩ তারিখের পত্র ২৫।৩।৬৩ তাং নবদ্বীপে বিলি হইয়াছে। আমি তাহার পূর্ব্বেই চুঁচুড়ায় আসিয়াছি। বামন মহারাজ আপনার পত্র লইয়া ২৭।৩।৬৩ তাং আমাকে দিল। সেইদিন ১৩ই চৈত্র বুধবার। সুতরাং আপনাকে পত্র দিলে ১৪ই চৈত্র তারিখের পূর্ব্বে পাইবার সম্ভাবনা ছিল না।

সুতরাং আপনাদের -----র বাড়ীতে তাম্রলিপ্ত সমিতির অধিবেশনে যোগদান করা সম্বন্ধে আমার কোন মতামত দিবার সুযোগ হয় নাই। তবে এই সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে জানাইয়াছি যে, আপনারা অধিবেশনে যোগদান করিবেন এবং -----মহারাজের দীক্ষিত ব্যক্তিকে সংস্কার না দেওয়া সম্পর্কে আলোচনা করিবেন এবং **আপনারা সংস্কারহীন অদীক্ষিত ব্যক্তির পাচিত অন্নগ্রহণ করিবেন না।**

বাসন-পত্রাদি দিয়া সহানুভূতি করিতে আপত্তি নাই। কারণ আমাদের সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারাই রান্না হইলে কোন দোষের হইবে না। তবে আপনারা আমার পত্র না পাওয়া সত্ত্বে আমার পূর্ব্বকথিত উক্তপ্রকার নিয়মপালন করিয়াছেন কিনা জানাইবেন। গজেন্দ্রমোক্ষণ প্রভুকেও আমি এই সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম। আপনারা কি করিয়াছেন, আমাকে জানাইবেন।

দ্বিতীয় কথাও উত্তর এই যে,—অর্থাৎ -----মহারাজ আমাদের নবদ্বীপ মঠের হোম করিলেন কেন? তৎসম্বন্ধে আমি সঠিক সংবাদ জানাইতেছি—

-----মহারাজকে শ্রৌতী মহারাজ আমার নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া হোমে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আমি নিযুক্ত করি নাই। আমি নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া যখন মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহের-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবেশ করিলাম, তখন -----মহারাজকে হোমের ওখানে স্বস্তিবাচন পাঠ করিতে শুনিলাম। মন্দিরের মধ্যে শ্রৌতী মহারাজ ছিলেন। আমি তখনই শ্রৌতী মহারাজকে বলিলাম,—আপনি কেন -----মহারাজকে হোমের কার্য্যে বসাইলেন? তিনি ত' প্রভুপাদের আচার-বিচার মানেন না। আমি এরূপ ব্যক্তির দ্বারা হোম করাইতে ইচ্ছা করি না। আপনি জানেন, আমি এসব বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করিয়া থাকি।

তখন শ্রৌতী মহারাজ আমাকে বলিলেন,—আপনি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন কেন? আমি তদুত্তরে বলিলাম,—আমি -----মহারাজকে নিমন্ত্রণ করি নাই। আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন। আমি যেরূপ আপনাদিগকে পৃথক্ পত্র দিয়াছি, -----মহারাজকে সেরূপ পত্র দিই নাই। মামুলী ছাপান পত্র সকলের নিকট পাঠান যেরূপ হয়, সেইরূপ হয়ত পাঠান হইয়া থাকিবে। কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমি জ্ঞাত নহি।

তবে আমি শুনিতে পাইলাম, -----মহারাজ কালনায় তাহার বার্ষিক উৎসবের সময় আমার অবিদ্যমানে নবদ্বীপ হইতে একটা তাঁবু ও সামিয়ানা লইয়া গিয়াছিলেন এবং যখন উহা ফেরৎ দিয়া যান, তখন বামন মহারাজ ভদ্রতা করিয়া -----মহারাজকে পরিক্রমা ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় যোগদান করিতে বলেন। তদনুসারেই তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে স্পেশাল অর্থাৎ বিশেষ আমন্ত্রণ পত্র দিই নাই।

শ্রৌতী মহারাজ ইহা শুনিয়া বলিলেন,—আমি ত' ইহা জানি না। যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কে হোম করিবে? আমি তখন বলিলাম,

পণ্ডিত রাঘবচৈতন্য হোম করিবে। তিনি তখন গর্ভমন্দির হইতে বারান্দায় আসিয়া রাঘবচৈতন্যকে স্বস্তিবাচন হোম ইত্যাদি করিবার জন্য বসাইয়া দিলেন। আপনারা সকলেই দেখিয়াছেন হোমের নিকটে -----মহারাজের বামপার্শ্বে রাঘবচৈতন্য বসিয়া হোম করিয়াছে। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা গ্রন্থ উভয়ের হস্তেই ছিল।

তৎপরে -----মহারাজের দ্বারা কোন কার্য্যই করান হয় নাই। গঙ্গাজল ও পঞ্চামৃতে অভিষেক ও স্নান ইত্যাদি আমি স্বয়ং করিয়াছি। বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা মন্দিরের অভ্যন্তরে আমি করিয়াছি। শ্রৌতি মহারাজ পৌরহিত্য করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

✶ ✶ ✶-----মহারাজ প্রসাদ পাইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান নাই। তথাপি আমরা তাঁহার কল্যাণ কামনা করি অর্থাৎ তিনি যাহাতে শ্রীল প্রভুপাদের বিচারধারায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন এবং তদনুকূল আচরণ অবলম্বন করিতে পারেন, তজ্জন্য চেষ্টিত আছি। এমনকি, বামন মহারাজ তাহার সঙ্গে আমাদের মঠের কথা আলোচনা করেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের মঠের আচার-বিচারের প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং আমাদের 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'র নিরপেক্ষতা প্রশংসা করিয়া গৌড়ীয় পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ দিয়াছেন। আমরা গৌড়ীয়-পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিয়াছি ও করিতেছি। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন। তিনি পণ্ডিত লোক এবং লেখালেখির বিষয়ে বিশেষ সুপটু। তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

✶ ✶ ✶ভেটুরিয়ার আপনার একটা জমি বিক্রয় করিয়া পিছলদায় জমি কেনার কথা ছিল। আমি সুন্দরবনে প্রচারে যাইব। তথা হইতে ফিরিয়া আসাম যাইব। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪২শ বর্ষ। ৮ম সংখ্যা)

পত্র—২৩

আশ্রমীয় অনুশাসন মানিয়া লওয়াই শিষ্টাচার

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ-নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ
ইং ১।৬।১৯৬৩

স্নেহাস্পদেষু—

-----মহারাজ! -----মহারাজ ''নগ্নমাতৃক'' ন্যায়ানুসারে সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহস্থাশ্রমের নাম ব্যবহার করায় একপ্রকার অপরাধী। তাঁহার পুস্তকে ঐরূপ নাম ব্যবহার করায় আমরা ইতঃস্তত চিন্তার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি।

দুই নৌকায় পা দেওয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রের বিরুদ্ধ। সুতরাং এইসব বিষয় আমার ব্যক্তিগতভাবে মীমাংসা হইয়া গেলে পরে পত্রের উত্তর দিব। তাহা ছাড়া বইখানা পড়িবার সময় এখনও পাই নাই। শীঘ্রই তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪২শ বর্ষ। ১০ম সংখ্যা)

পত্র—২৪

ভোগী, দেহারামী, অলস ও ক্রোধীব্যক্তি মঠবাস ও হরিসেবার অনধিকারী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ-নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ
ইং ১২।৬।১৯৬৩

স্নেহাস্পদেষু—

আপনার ৭।৬।৬৩ তারিখের পত্র পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। বর্ত্তমানে মঠ রক্ষা করিবার মতো লোকের অত্যন্ত অভাব। সকলেই সুখ চায়। বিছানায় শুইয়া খাইতে পারিলে উঠিয়া বসিয়া খাওয়া কষ্টকর বোধ হয়। কেহ যদি চিবাইয়া দেয়, তাহা হইলে দাঁতের পরিশ্রমও কম হয়।

বর্ত্তমানে ক্রোধী ব্যক্তির সংখ্যা অধিক। ক্রোধের দরুণ পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্রের সহিত তাহাদের বসবাস করা সম্ভব হয় নাই। কাম-ক্রোধ সকলকে পাইয়া বসিয়াছে। আপনিই বা কি করিবেন, আর আমিই বা কি করিব? সংসারের কাজ করিতে পারিলে মঠে আসিবে কেন? সংসারে অচল বলিয়াই অনেকে মঠে আসে। 'পি-পু-ফি-শো'র দলই★ বেশী।

আসামে আপনাকে দেখিয়াই মঠ করিয়াছিলাম। আপনি ওখান হইতে চলিয়া আসিতে চাহেন,—ইহা অত্যন্ত নিরাশার কথা। আমার মতে

★ 'পি-পু-ফি-শো'র দল—অত্যন্ত অলস গোষ্ঠী; অনেক বেলা পর্য্যন্তও নিদ্রাকাতর থাকায় সূর্য্যের তাপে পিঠ পুড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া একজন কোনপ্রকারে মুখ খুলিয়া বলিল—'পি পু' অর্থাৎ 'পিঠ পুড়ছে'—উহা সম্পূর্ণরূপে বলিতেও তাহার অলসতা। অপরজন তদ্রূপই উত্তর দিল— 'ফি শো' অর্থাৎ 'ফিরে শো'।

আপনি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, ঐখানেই থাকুন। নবদ্বীপের জমির টাকা এখনও মজুত রাখিয়াছি। আমার ইচ্ছা, উহা পুনরায় আপনার নিকট ফেরৎ পাঠাই। **হরিসেবাই জীবনের উদ্দেশ্য। হরিসেবকের পক্ষে বিপদ-আপদই মঙ্গলজনক।** উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিব কেন?

----- খুব ভাল ছেলে ছিল। সে টিকিতে না পারায় খুবই মর্ম্মাহত হইলাম। তাহাকে খুঁজিয়া আনিতে -----মহারাজকে বলিবেন।

পি-ডব্লুকে আপনার জমি ছাড়িয়া দিবেন না। আপনার বহুকালের দখল এবং পি-ডব্লু আসিবার পূর্ব্ব হইতে দখল। কোর্ট হইতে ইঞ্জাংশান জারি করিবেন। পি-ডব্লুর নোটীশ অগ্রাহ্য করিবেন। -----কে গোলকগঞ্জে রাখিয়া দিবেন। সে পরিশ্রমী ও সরল প্রকৃতির। তাহার উপর যেন কেহ মুখখিস্তি না করে। আগামী পরশ্ব চুঁচুড়ায় রথে যাচ্ছি। -----মহারাজ ১০/১২ দিন কোথায় চলিয়া গিয়াছে, জানা যায় নাই। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪২শ বর্ষ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা)

পত্র—২৫

অনধিকারীর নির্জ্জন-ভজনের ছলনা— ইন্দ্রিয়-তর্পণপর ও হরিভজন-বিরোধী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, পোঃ-চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ১৯।৮।১৯৬৩

স্নেহাস্পদেষু—

-----মহারাজ! আপনি -----মহারাজকে পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে আপনার ঠিকানা দেখিয়াছিলাম। সেই ঠিকানায় পত্র দিতেছি, পাইবেন কিনা বুঝিতেছি না।

আমার বর্ত্তমানে শরীরের অবস্থা বিশেষ ভাল নহে। আগামীকল্য রক্ত পরীক্ষা হইলে নূতনভাবে চিকিৎসা আরম্ভ করিতে পারি।

এ বৎসর আগামী শুক্রবার ২৩।৮।৬৩, বাংলা ৬ই ভাদ্র তারিখে হওড়া হইতে কেদার-বদ্রী পরিক্রমার জন্য -----মহারাজ, -----মহারাজ ও ----- যাইতেছে। তাহারা সর্ব্বমোট ১৫ জনের টিকিট কটিয়াছে। আরও ২/১ জন হইলে হইতে পারে। তাহারা Hill Concession-এ Return করিয়া প্রথমে দেরাদুন যাইবে। তথা হইতে হরিদ্বার আসিবে। হরিদ্বার দর্শন করিয়া হৃষীকেশ যাইবে। তাহাদের সহিত আপনার দেখা হইবে কি না বলিতে পারি না। আপনার নির্জ্জন-ভজনের ব্যাঘাত হইলে দেখা করা বোধ হয় সম্ভব হইবে না।

আমরা আমাদের শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিকট শুনিয়াছি,—**নির্জ্জন-ভজন ইন্দ্রিয়-তর্পণের নামান্তর; সুতরাং তাহা হরিভজনের বিরোধী।** শতকরা ১০০ জন ঐ শ্রেণীর লোককে পতিত হইতে দেখা যায়। হরিভজন না

হইলে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই হয়। আপনি যেরূপ আদর্শ (?) স্থাপন করিলেন, তাহা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষে হানিকর।

আপনি বৃদ্ধ ও বুদ্ধিমান্। আপনাকে অধিক লেখা আমার বাহুল্য। আপনার এইরূপ জীবন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমার নিকট সুস্পষ্টভাবে জানান প্রয়োজন ছিল। আমি আপনার কার্য্যকলাপে অবাক্ হইয়াছি। **শরীর অপটু হইলেও যে কোন মঠে থাকিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে পারিতেন।** তাহাতে ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল হইত। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪২শ বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা)

পত্র—২৬

স্বহস্ত-পাচিত ভগবন্নিবেদিত প্রসাদ সর্ব্বাবস্থায় গ্রহীতব্য

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, পোঃ-চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ১৯।৮।১৯৬৩

স্নেহাস্পদেষু—

-----! বহুদিন পূর্ব্বে তোমার চাকুরী সম্বন্ধে পত্র পাইয়াছি। আমার শরীর খারাপ, তজ্জন্য পত্র লিখালিখি বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া গত ঝুলনের সময় ----- প্রভৃতি গোলকগঞ্জে উৎসব করিতে গিয়াছিল। তাহাদের নিকট হয়ত' পরামর্শ পাইয়া থাকিবে।

আমার মতে তোমার Training-এ ভর্ত্তি হওয়া অন্যায় নহে। তবে বিশেষ কথা এই যে, অন্য কাহারও হাতে খাওয়া চলিবে কি না। নিজে রান্না করিয়া ভগবান্‌কে ভোগ দিয়া তাঁহার প্রসাদ পাইবে। 'কুকারে' রান্না করিলে অনেক সুবিধা হয়। একবারে দুইবেলার রান্নাও হইতে পারে। তুমি ট্রেনিং-এ ভর্ত্তি হইয়া নিজে রান্না করিয়া খাইবে। তাহাতে বাধা দিলে উপরওয়ালাদের নিকট বিনীতভাবে আবেদন জানাইবে। তাঁহারা নিশ্চয় তোমার ধর্ম্মরক্ষার পরিপন্থী হইবেন না। যদি নিতান্তই তাঁহারা ব্রাহ্মণ ব্যতীত মুসলমান বা অন্য কাহারও ছোঁয়া খাইবার জন্য জোর-জবরদস্তি করেন, তাহা হইলে ভাল উকিলের পরামর্শ লইয়া দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মোকর্দ্দমা করিয়া দিবে।

কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয়। আমার মনে হয় 295 Indian Panal Code ধারা অনুযায়ী এই সম্পর্কে

দেওয়ানী মোকর্দ্দমাও হইতে পারে। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট এখনও পর্য্যন্ত খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কোন আইন পাশ করেন নাই। সুতরাং বে-আইনীভাবে জবরদস্তি করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই সম্বন্ধে Declaratory Suit হইতে পারে। উকিলদের পরামর্শ লইবে। আবশ্যক হইলে আমার পত্র দেখাইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪১শ বর্ষ। ১১শ সংখ্যা)

পত্র—২৭

শ্রীবিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, পোঃ-চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ২৬।৮।১৯৬৩

স্নেহাস্পদেষু—

-----! তোমার ২৭শে শ্রাবণের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। রমানাথ প্রভু উড়িষ্যার কোরণ্ট মঠে গিয়াছিলেন। তারপরে তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই। ওখানকার জমিগুলির ভাল চাষ হইয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। ওখানকার চাষাবাদ তোমার উপর নির্ভর। তুমি তোমার গ্রামে থাকিয়াও মঠে সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছ—ইহা বিশেষ ভাগ্যের কথা।

-----র বাড়ীতে ঠাকুর বসানো সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমরা বিশুদ্ধমতে চলিতে ইচ্ছা করিলে এই বিগ্রহ পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবা করা প্রয়োজন হয়। অশুদ্ধ বৈষ্ণবের দ্বারা শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং পুরাতন বিগ্রহের ভাল করিয়া অঙ্গরাগ করাইতে হইবে এবং অভিষেক করিয়া সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। 'পুনঃপ্রতিষ্ঠা'-শব্দ অযৌক্তিক; সুতরাং ঐ মূর্ত্তি পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—এইরূপ মনে করিতে হইবে। ইহাই বিশুদ্ধ মত। এইভাবে খুব সংক্ষেপমতো তোমরা ঠাকুর অভিষেক করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে।

অতি প্রাচীন বিগ্রহ হইলে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই; কেবল অভিষেক করিয়াই তাঁহার পূজার্চ্চন করিতে পারে। **প্রাচীন বিগ্রহ বলিতে সাধারণতঃ ৩০০ বৎসর যাবৎ যাঁহার সেবাপূজা চলিতেছিল, সেইরূপ বিগ্রহকে বুঝায়।** তোমাদের ক্ষেত্র সেরূপ নহে। তবে অনেক

ক্ষেত্রে লোকাচার-বশতঃ এইরূপ বিশুদ্ধ মত গ্রহণ না করিয়া এবং সাধারণ লোক অন্তঃকরণে ব্যথা পাইবে মনে করিয়া গোঁজামিল দিয়া কেবলমাত্র ঠাকুরের অঙ্গরাগ করিয়া অভিষেক করত মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া বিগ্রহ স্থাপন করিয়া দেওয়া হয়। তোমরা যাহা সঙ্গত মনে করিবে, তাহা করিবে।

* * * নিজগৃহে পৃথক্‌ভাবে ঠাকুর রাখিতে কোন আপত্তি নাই। তবে দক্ষিণমুখো পৃথক্ ঘর বা মন্দির করিলে ভাল হয়, নচেৎ সেবাপরাধ হইতে পারে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪১শ বর্ষ। ২য় সংখ্যা)

পত্র—২৮

জনগণকে শিক্ষাপ্রদানের জন্যই মঠ, সুতরাং মঠ জনগণের পরিচালনাধীন হইতে পারে না

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪৪ নং কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা—৬
৫।৬।১৯৬৪

স্নেহাস্পদেষু

----! তোমার ১।৬।৬৪ তারিখের দিনহাটা হইতে লিখিত পত্র এইমাত্র পাইলাম। আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় আমি দুমকা হইতে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আসিয়াছি। আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল। শরীরে অসুস্থতার জন্যই শিলিগুড়ি, মাথাভাঙ্গা যাওয়া হয় নাই।

তুমি যে গিরিধারী-বিগ্রহ লইয়া আসিয়াছিলে, তাহা ঠিকই করিয়াছ। আমি তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। ওখানকার আশ্রম মূল্য দিয়া খরিদ করা হইয়াছে। আমি তাহার মালিক। গ্রামবাসীর কাহারও কোন কথা আমার অনুমোদিত কার্য্যের উপর চলিবে না। বিশেষতঃ বেদান্ত-সমিতির সেবকগণ যে-বিগ্রহ পূজা করেন, তাহা অন্য কোন তথাকথিত বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণের পূজা করিবার অধিকার নাই। সুতরাং কাহার উপর বিগ্রহসেবার ভার দেওয়া হইবে? গ্রামবাসিগণের শাস্ত্রজ্ঞানের নিতান্ত অভাব। সুতরাং তাহাদের কোন কথার উপর নির্ভর করিয়া আমরা মঠ চালাই না বা চালাইব না। আমরা Public-এর কোন মত লইয়া প্রতিষ্ঠান গড়ি নাই বা গড়িব না। আমরা জানি সাধারণ Public শাস্ত্রবিরোধী ও ধর্ম্মবিরোধী। আমি এইজন্যই মাথাভাঙ্গার প্রতি বিশেষ আগ্রহবিশিষ্ট নহি। -----এর

শাস্ত্রজ্ঞান এবং আচার-বিচারও ঠিক নাই। সে সাধারণ Public-এর মন যোগাইয়া চলে। আমার তাহাতে বিশেষ আপত্তি। বিশুদ্ধভাবে সেবা চালাইতে হইলে গিরিধারী-বিগ্রহ তোমার সঙ্গে লইয়া আসা সর্ব্বোত্তম ও শাস্ত্র-সম্মত কার্য্য হইয়াছে। ইহা যাহারা বুঝে না, তাহাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

আমি ওখানে গেলে তাহাদিগকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিব। এটা সর্ব্বতোভাবে ঠিক—আমরা Public-কে শিক্ষা দিয়া থাকি, আমরা তাহাদের শিক্ষক—ছাত্র নহি। আমরা তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই মঠ-মন্দির করিয়া থাকি—তাহাদের অধীন হইয়া মঠ-মন্দির করার সম্পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং আমাদের মতবিরুদ্ধ Public-এর কোন কথাই আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহি। আমাদের আবশ্যক হইলে সে-স্থান পরিত্যাগ করিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিব না। ----মহারাজকে ও স্থানীয় কয়েকজন লোককে আমার এই পত্র পড়িয়া শুনাইবে। আবার প্রয়োজন হইলে তুমি গিরিধারী-বিগ্রহ অসুরগণের হস্তে সমর্পণ না করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিবে। তুমি ইচ্ছা করিলে মাথাভাঙ্গা হইয়া নবদ্বীপে চলিয়া আসিতে পার। ----মহারাজের পত্র পাইয়াছি এবং তাঁহাকেও পত্র দিব। আমি আরও কয়েকদিন এখানে থাকিব। নবদ্বীপে পত্র দিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(পত্রের প্রতিলিপি-সংগ্রহ)

পত্র—২৯

প্রচারকগণ লোকশিক্ষক, অতএব তাঁহাদের আদর্শবান্ হওয়া প্রয়োজন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪৪ নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬
৫।৬।১৯৬৪

স্নেহাস্পদেষু

------! মগরা হইতে তোমার লিখিত পত্র পাইলাম। তুমি যে খুব প্রচারকার্য্য করিতেছ, ইহা আনন্দের কথা, তবে সে-প্রচার গুরুপাদপদ্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে করিলে তাহা কর্ম্মমার্গে পরিণত হয়। "**আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।**" তুমি যেরূপ আদর্শ দেখাইলে, তাহা তোমার পক্ষে আদৌ সঙ্গত হয় নাই। মঠবাসিগণের বিশেষতঃ যাহারা পাঠক বা বক্তা, তাহারা লোকশিক্ষক-রূপে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। সুতরাং সামান্য কথা অসহ্য হইলে চলিবে কেন? শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বাক্যবাণে বিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, শারীরিক আঘাত পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছেন। "**তরোরপি সহিষ্ণুনা**" —মহাপ্রভুর শিক্ষা কোথায় প্রযুক্ত হইবে? নিজের জীবনে যদি তাহা প্রতিফলিত না করিতে পারা যায়, তবে ভজনে অগ্রসর হইবে কি করিয়া? যাহা হউক, তুমি পিছলদা হইতে উৎসবাদি শেষ করিয়া অবিলম্বে চলিয়া আসিবে।

----প্রভুর নিকট তোমার সংবাদ জানিবার জন্য পত্র দিয়াছিলাম। তিনি তোমার প্রাথমিক সংবাদ আমাকে জানাইয়াছিলেন। পরে লিখিয়াছেন যে, 'তিনি কোথায় আছেন, তাহা আমার জানা নাই।' তাঁহাকে আমি

লিখিয়াছিলাম, তাহার সংবাদ লইয়া পত্রপাঠ তাহাকে আমার নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু তোমার সন্ধান না পাইয়া তিনি পাঠাইতে পারেন নাই। ইতোমধ্যে তোমার সংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তুমি পিছলদা হইয়া এখানে আসিবে।

আমার শরীর মধ্যে খুব খারাপ হইয়াছিল। এখন ক্রমশঃ ভাল হইতেছি। কলিকাতায় আরও কয়েকদিন থাকিয়া চুঁচুড়া হইয়া নবদ্বীপ যাইব। ---প্রভু শ্রীরামপুরে ভিক্ষা করিতে যাইয়া Police motor-এ accident হইয়া ওখানের হাসপাতালে আছে। তবে ভয়ের কারণ নাই। কিছুদিন কষ্ট পাইবে। ----মহারাজ চুঁচুড়ায় গিয়াছেন। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৫শ বর্ষ। ৭ম সংখ্যা)

পত্র—৩০

গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের সমাধি নহে, দাহ করাই বিধি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪৪ নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৬

৯।৬।১৯৬৪

স্নেহাস্পদাসু

---- মা! -----র হাতে প্রেরিত ১০ টাকা, ---- ও ----র ১০ টাকা পাইয়াছি। নবদ্বীপের ঠিকানায় কুশল জানাইবেন।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের সমাধি দেওয়া নিষিদ্ধ অর্থাৎ প্রচলিত নহে। গৃহস্থ বৈষ্ণবের দাহ করাই বিধি অর্থাৎ আগুন দিয়া দেহ পুড়াইয়া ফেলিতে হয়। ত্যাগী, কৌপীনধারী বৈষ্ণবগণের ভূ-প্রোথিত করিয়া সমাধি দিতে হয়। সাধারণ বৈষ্ণব-সমাজে বা জাতি-বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই প্রথার বিপরীত দেখা যায়। আপনারা সেরূপ করিবেন না। অশাস্ত্রীয় কাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি করে না এবং তাহাতে তাহাদের কোন অনুমোদন নাই।

শ্রাদ্ধ ১১ দিনের দিন হইবে। ১১ দিনের দিনই সকালে ক্ষৌরকার্য্য করিয়া গোপালভট্ট গোস্বামীর রচিত 'সৎক্রিয়াসার দীপিকা'-অনুসারে ভগবৎপ্রসাদ বা মহাপ্রসাদ-দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। স্ত্রী-পুত্র কেহ নামাশ্রিত বা দীক্ষিত না হইলে তাহাদের বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধে অধিকার নাই। সুতরাং সেরূপ ক্ষেত্রে কোন গুরুভ্রাতা বা গুরুভগ্নী পরলোক প্রাপ্ত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি করিবেন। অদীক্ষিত পুত্র-কন্যাদির কিছুই করিতে হইবে না। কারণ, জীবিতাবস্থায় তাহাদের পাচিত অন্ন-জল পরলোকপ্রাপ্ত বৈষ্ণব কখনই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন নাই।

শ্রাদ্ধের সময় আবশ্যক হইলে মঠের লোক গিয়া পৌরহিত্য করিতে পারে। আমাদের সমিতির সেরূপ ব্যবস্থা আছে।

অধিক কি, আপনার কুশল সংবাদ জানাইবেন এবং -----বাবুর সংবাদ জানাইবেন। তাঁহার জন্য চিন্তিত আছি। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৫শ বর্ষ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা)

পত্র—৩১

শিষ্য-বাৎসল্যের নিদর্শন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া।
ইং ১০।৭।১৯৬৪

স্নেহাস্পদেষু—

-----! আপনার M.O তে -----র ১৫.০০ ও আপনার ৫.০০—এই ২০.০০ টাকা পাইয়াছি। আপনার এখন কোন রোজগার নাই। আপনি টাকা পাঠাইলেন কেন? আপনার অবস্থাপেক্ষা মনের জোর বেশী। আর্থিক অবস্থা খারাপ হইলে মনের জোরে সব কাজ করিতে পারিবেন না। আপনি টাকা এখন পাঠাইবেন না। ভগবদিচ্ছায় আপনার রোজগারের প্রাচুর্য্য হইলে অর্থাদির দ্বারা সেবা করিবেন, নচেৎ নহে। অন্যের দ্বারা সেবা করাইলেও সেবাফল পাইবেন। আর কষ্ট করিবেন না। আপনি কষ্ট পাইলে আমিও কষ্ট পাইব—ইহা স্মরণ রাখিবেন।

আপনার দাদা মাঝে মাঝে এখানে আসেন। তাহার speculation-এ আমার ভয় লাগে, কখন তাহারও বিপদ আসিয়া ঘাড়ে চাপে। শ্রীমদ্ভাগবতের একটী উপদেশ-বাণী স্মরণ রাখিবেন। তাহা এই—"**যস্যাহং অনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।**"

-----বাবু ও -----কে সেবায় উৎসাহ দিবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, জৈবধর্ম্ম ও শ্রীমদ্ভাগবত আদি পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইবেন। কলিকাতায় -----বাবু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। শ্রীরথযাত্রা-উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আমি নবদ্বীপে আছি ও থাকিব। জলপাইগুড়িতে বর্ষারম্ভ হওয়ায় প্রচারকগণ সেখানে যান নাই। বর্ষা থামিলে যাইবেন। আমার শরীর

পুনরায় খারাপ হইয়াছে। Prof. প্রভুকে আমার দণ্ডবৎ জানাইবেন। বোধহয় তাঁহারও শরীর খারাপ। আমার সংবাদ তাঁহাকে দিবেন অথবা এই পত্রখানি তাঁহাকে দেখাইবেন। তাঁহার কাছে হরিকথা শুনিবেন। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৬শ বর্ষ। ১ম সংখ্যা)

পত্র—৩২

শাসন না মানিলে জীবনে উন্নতি অসম্ভব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া
১৩।৯।১৯৬৪

স্নেহাস্পদেষু

------! তোমার প্রেরিত M.O. যোগে ৫০ টাকা গত ১১।৯।৬৪ তারিখে পাইয়াছি এবং ঐদিনই সঙ্গে সঙ্গে -----মহারাজের ১১০ টাকা বঙ্গাইগাও হইতে M.O. পাইলাম। যাহা হউক, তাঁহার মূলে জল দিয়া গাছ বাঁচাইবার চেষ্টা দেখিতেছি। তোমরা ডালপালায় জল দিয়া গাছপালা যতদূর সম্ভব রক্ষা করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। ভক্তিরাজ্যে গুরুসেবাই মূল—ঝুলন, জন্মোৎসব-ব্রত ইত্যাদি যাহা কিছু তাহারই মধ্যে। গুরুসেবাহীন আড়ম্বরাদির ভক্তিরাজ্যে কোন স্থান নাই।

----- আসাম হইতে আসিয়া তাহার পিতার অসুস্থতা দেখিবার জন্য অদ্য বাড়ী গেল। তাহার মুখে গোলকগঞ্জের সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। ----দাস বামন মহারাজের নিকট যে-পত্র দিয়াছে, তাহা পড়িলাম। তোমরা ৩ জন একসঙ্গে আমার সহিত কোনসময় সাক্ষাৎ করিলে সমস্ত কথা তোমাদের সাক্ষাতে আলোচনা করিব। দুর্ব্বলচিত্ত-ব্যক্তিগণকে সবল করাই গুরুর কার্য্য। শিষ্যেরও কর্ত্তব্য গুরুর শাসন মানিয়া লওয়া। শাসন না মানিলে জীবনে কখনও উন্নতি হইতে পারে না। ইহা তোমাদের সকলেরই জানা কর্ত্তব্য। যে বা যাহারা মঠ পরিত্যাগ করিয়া গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে অন্যত্র থাকিবার অভিলাষ করে, তাহাদের চিত্ত যে দুর্ব্বল, এ-বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তাহাদের সবল করাই গুরুদেবের কার্য্য।

পরস্পর শুনিলাম, ----দাস লাল কাপড় পরিত্যাগ করিয়া সাদা কাপড় পরিবে। অতএব তাহার চিত্তে যে দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আনুগত্য-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলে ভগবৎসেবা কখনও হয় না। তুমি একজন প্রচারক। সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিয়া থাক। তাহাতে তোমার সঙ্গের লোকজনের দুর্ব্বলতা আসে কেন? দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া দুর্ব্বলতারই লক্ষণ। তোমরা সর্ব্বদাই সাবধান থাকিবে। হরিভজন পরিত্যাগ করা মনুষ্যজন্মে কর্ত্তব্য নহে।

অধিক কি। মন্দিরের কার্য্যারম্ভ হইয়া গিয়াছে। বহু টাকা দরকার। ভিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৫শ বর্ষ। ৯ম সংখ্যা)

পত্র—৩৩

শ্রীভক্তিবিনোদ-বিচারধারায় শিক্ষিত জনের প্রচার-যোগ্যতা লাভ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

স্নেহাস্পদেষু ২৬।৯।১৯৬৪

------! তোমার পত্র পাইয়া অতীব আনন্দিত। এরূপ মাঝে মাঝে দিয়া আনন্দিত করিবে। তোমার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ না থাকিলেও তোমার কথা আমি প্রায়ই মনে করিয়া থাকি এবং আসামদেশীয় ভক্তগণের নিকট তোমার খোঁজ-খবর লইয়া থাকি। আমি তোমার দ্বারা আসামে মহাপ্রভুর কথা ভাল করিয়া প্রচার করাইব—এইরূপ ইচ্ছা ছিল।

তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল। তুমি পড়াশুনা করিলে অনেক উন্নতি করিতে পারিবে। আমার মনে হয়, এখনও তুমি গৌড়ীয় পত্রিকা, 'জৈবধর্ম্ম', 'চৈতন্যশিক্ষামৃত' ভাল করিয়া পড়িলে এবং 'মহাপ্রভুর শিক্ষা' গ্রন্থখানি মুখস্থের মতো করিয়া রাখিলে তোমাপেক্ষা আসামে উৎকৃষ্ট প্রচারক কেউ হইতে পারিবে না। তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। মনে হয়, এখনও তাহা নষ্ট হয় নাই। তুমি খুব দৃঢ়তার সহিত সদাচার সম্পন্ন হইয়া মহাপ্রভুর এবং বেদান্ত সমিতির আচার-ব্যবহার পালন করিবে। তাহা হইলে ভগবান্ তোমার নিশ্চয়ই মঙ্গল করিবেন। ভক্তি লইয়াই ভগবানের নিকট আদর।

সময় সুযোগ হইলে আসাম নিশ্চয় যাইব। তখন সংবাদ দিলে সকলে দেখা করিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৬শ বর্ষ। ৩য় সংখ্যা)

পত্র—৩৪

হরি-গুরু-সেবাবিহীন বিদ্যা—অবিদ্যা ও উপাধি—ব্যাধি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া
১৮।১২।১৯৬৪

স্নেহাস্পদেষু

------! তোমার ২৭।১১।৬৪ ও ১১।১২।৬৪ তারিখ-দ্বয়ের দুইখানা পত্রই পাইয়াছি। তোমার পত্রে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস্য আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। সুতরাং কি উত্তর দিব, বুঝিতে পারিতেছি না। তবে তুমি এখন বেদান্তের 'মধ্য' পড়িতেছ; পড়িতে থাক—আমার কোন আপত্তি নাই। তবে যাঁহারা রামানুজের বেদান্ত পড়ান, তাঁহারা রামানুজের বেদান্ত অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। সুতরাং তাঁহারা যে কি পড়াইবেন, তাহা আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আজকাল শিক্ষক বা ধর্ম্মপ্রচারকদের কোন ধর্ম্মের ঠিক নাই। তাহারা অশিক্ষাকেই শিক্ষা এবং অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। তুমি ইহা তোমার টোলের অধ্যাপক ও ছাত্রদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার শিক্ষকদের ও ছাত্রদের ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এমনকি, পিতামাতাদের অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিগণের শিক্ষকরূপে বালক প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী আমাদের আদর্শ। শিক্ষাই প্রয়োজন—উপাধির প্রয়োজন নাই। উপাধিকে ব্যাধি বলে। উপাধি-সংগ্রহের জন্য চেষ্টা ছাত্রদের পক্ষে অভক্তিপর। সুতরাং তাহা বিদ্যার্থিগণের যত কম হইবে, ততই মঙ্গল।

হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা না করিলে বিদ্যা অবিদ্যার মধ্যে পরিগণিত হয়। উহার দ্বারা বিদ্যার্থিগণের অধঃপতন অনিবার্য্য। 'জ্ঞান' একটা

জিনিষ, উপাধি অন্য জিনিষ। উপাধিতে দম্ভ-অহঙ্কারাদি মানুষকে নিম্নগামী করিয়া ভক্তিবিরোধী করিয়া দেয়।

সাধারণ গ্রাম্য নীতিতে বলে, পরের বুদ্ধিতে বড়লোক হওয়া অপেক্ষা নিজের বুদ্ধিতে ফকির হওয়া ভাল। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ মধুসূদন সরস্বতীর নিকট বেদান্ত পড়িয়া তাহাকেই বেদান্ত বিচারে পরাস্ত করিয়া তাহাকেই শিষ্য করিয়াছিলেন। মধুসূদনের ন্যায় সরল অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিলে কোন দোষ নাই। তবে অসরল অধ্যাপকদের শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে অগ্রহণীয়। সে যাহা হউক, তোমার অধ্যয়ন-পিপাসা নিবৃত্ত করিয়া হরিসেবা করিবার যত্ন করিলেই সন্তোষের বিষয় হইবে। তোমার আর্থিক অভাব হইলে আমাকে জানাইবে। * * * বামন মহারাজ শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সিধাবাড়ী গিয়াছেন। ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ বৈষ্ণবদর্শনের মধ্য, রাঘবচৈতন্য কাব্যের মধ্য, কৃষ্ণকৃপা হরিনামামৃতের মধ্য পরীক্ষা দিবে বলিয়া form fill up করিয়াছে। শ্রীহরি ও হরিহর হরিনামামৃতের উপাধি পরীক্ষার form fill up করিয়াছে। বৃষভানু, গোরাচাঁদ, মুকুন্দ প্রভৃতি হরিনামামৃতের আদ্য পরীক্ষার form fill up করিয়াছে। রাঘব পণ্ডিত বেদান্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকরূপে form স্বাক্ষর করিয়াছে। কাব্যের অধ্যাপক ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৬শ বর্ষ। ৩য় সংখ্যা)

পত্র—৩৫

বৈষ্ণবগণ 'অশৌচ'-বিচারের ঊর্দ্ধে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া
৫।৩।১৯৬৫

সাদর-সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার প্রশ্ন সম্বলিত ১৯।২।৬৫ তারিখের পত্র পাইলাম। আপনার প্রশ্ন- সম্বন্ধে বিশেষভাবে আমরা আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি। তবে আপনি নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আসিলে খুব ভাল হয়। বিশেষতঃ আগামী ২৮শে ফাল্গুন হইতে ৪ঠা চৈত্র পর্য্যন্ত নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও মহাপ্রভুর জন্মোৎসব হইবে। এইসময় আসিলে আপনার প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া ও উৎসব দর্শন করিয়া যাইতে পারিবেন। তবে মোটামুটি ২/১ কথায় এস্থলে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

(১) শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত ও নামাশ্রিত বৈষ্ণবের কোন অশৌচ নাই। জন্মাশৌচ বা মৃতাশৌচ উভয়ই নিকৃষ্ট স্মার্ত্তগণের—বৈষ্ণবগণের নহে। সুতরাং কোন বৈষ্ণবশাস্ত্রে বৈষ্ণবের অশৌচ সম্বন্ধে কোন কথা বর্ণিত নাই।

(২) গৃহী বৈষ্ণবদের যাবতীয় দশসংস্কার-আদি শুদ্ধবৈষ্ণবের দ্বারাই একান্ত কর্ত্তব্য। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণের ইহাতে কোন অধিকার নাই।

(৩) ১নং উত্তর আলোচনা করিলেই উত্তর পাইবেন।

(৪) বৈষ্ণবের অশৌচ নাই, সুতরাং স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদের এ-সম্বন্ধে কোন কাজ করিবার অধিকার নাই। করিলেও স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণের অপরাধ হইবে।

(৫) স্মার্ত্ত অশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বৈষ্ণবের কোন কার্য্যই করা উচিত নহে। বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী সদাচারী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের দ্বারা বৈষ্ণবদের কাজ করাইলে কোন দোষ হইবে না। তবে সেরূপ ব্রাহ্মণ বাঙ্গালা দেশে বিরল বলিয়া মনে হয়। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৫শ বর্ষ। ১০ম সংখ্যা)

পত্র—৩৬

আসুরিক সমাজে অবস্থিত হরিভক্তগণের কৃত্য

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া।
ইং ৩১।৩।১৯৬৫

স্নেহাস্পদেষু—

------! তোমার ২২।৩।৬৫ তারিখের পত্র পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। কলির প্রভাবেই সংসারে দুর্নীতি প্রচলিত হয়। যে সমাজে দুর্নীতি অত্যন্ত প্রবল, সেই সমাজে সাধুবৃত্তির কোন প্রশংসা নাই। আমার একটী সংবাদের কথা মনে পড়িতেছে। তাহা এই—

কোন এক গেঁজেলের গ্রামে এক প্রসিদ্ধ গাঁজাখোর পরিবারে একটী ছেলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমশঃ বড় হইয়া সে পাঠশালায় পড়িতে যাইত। সে কখনও গাঁজা খাইত না। তজ্জন্য তাহার পিতামাতা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে জোরপূর্ব্বক গঞ্জিকা-সেবনের জন্য চেষ্টা করিত। তাহাতেও গাঁজাখোর পিতামাতা কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া গ্রামের একজন গেঁজেল ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে দেখাইল। পিতামাতা মনে করিল, ছেলে যখন গাঁজা খায় না, বা খাইতে চাহে না, তখন নিশ্চয়ই ইহার কোন অসুখ হইয়াছে। সুতরাং গেঁজেল ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসা করাইলে এই ব্যারাম ভাল হইবে। এইরূপ উদাহরণ যখন কলির রাজত্বে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তোমাকে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

আমার আর একটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করা আছে। কোন একটী সদ্যোজাত শিশু জন্মগ্রহণ করিবার পর ৭।৮ দিন যাবৎ কান্না বা রোদন করে নাই।

তাহাতে শিশুর পিতামাতা, ধাত্রী প্রভৃকি পালক-অভিভাবকগণ ডাক্তারের নিকট আবেদন করেন, ছেলেটী কান্না করিতেছে না কেন? আপনি ঔষধ দিন, যাহাতে ছেলে কান্না করে। ইহাও পূর্ব্বলিখিত উদাহরণের অনুরূপ আর একটি। এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত পৃথিবীর দুর্দ্দশা দূর করাই উন্নত চরিত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য। মনুষ্যজীবনে পর-উপকার ব্রত যতপ্রকার জগতে দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে পারমার্থিক পরোপকারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং তোমার ন্যায় শিক্ষিত উপযুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বোন্নত পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করিলে তোমাদের গ্রামের, দেশের ও দশের সকলেরই উপকার হইবে।

তোমর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা মদ্যপায়ী। সুতরাং তাহার বিচার—হরিনাম না করাই ভাল; আর যদি নিতান্তই হরিনাম করিতেই হয়, তবে মদ খাইয়া হরিনাম করিতে হইবে। তুমি শিক্ষিত; সুতরাং প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও নাট্য-লেখক D. L. Roy একটী গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তোমাকে না জানাইয়া তৃপ্তি পাইতেছি না। যথা—"**আহা কিবা মানিয়েছে রে, মদের সঙ্গে হরিনাম।**" তোমার দাদা প্রকৃতিস্থ হইলে তাহাকে D. L. Roy-র এই কবিতাটী শিখাইয়া দিবে।

কলির প্রভাব হইলেও দুর্নীতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। ভগবান্ আছেন। তিনি তাঁহার সেবকগণকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন। তুমি খুব প্রবল প্রতাপের সহিত অসৎ প্রকৃতির লোকের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধ, আচার-যুদ্ধ ও ব্যবহার-যুদ্ধ করিবে। নৃসিংহদেব তোমাতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া প্রচুর বল দান করিবেন। তুমি কোনক্রমেই পরাভব স্বীকার করিবে না। আজকাল Congress Motto-তেও সর্ব্বত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে—"**সত্যমেব জয়তি**" সুতরাং সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

কংস যখন দেবগণের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল, তখন দেবগণ কৃষ্ণের নিকট তাহার দমনের ও সংশোধনের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখন দেবগণকে আত্মগোপন করিয়া কালাতিপাত করিতে উপদেশ করেন এবং বলেন, আমি শীঘ্রই দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়া

তোমাদিগকে রক্ষা করিব। তোমরা আমার জন্মকাল পর্য্যন্ত যে-কোন উপায়েই আত্মরক্ষা করিয়া থাকিবে। তদনুসারে দেবগণ অসুরের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বনে-জঙ্গলে, পর্ব্বত-গুহায় সুদূরদেশে আত্মগোপন করিয়া ধর্ম্ম ও জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তুমি এই আদর্শ গ্রহণ করিয়া নিতান্ত অসুবিধা বোধ করিলে অন্যত্র ঘরভাড়া করিয়া থাকিতে পার।

ভগবদ্ভক্তিতে প্রগাঢ় নিষ্ঠাই সাধক-জীবনকে রক্ষা করিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ সাধকের নিষ্ঠার প্রাচুর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্যই এইপ্রকার ক্ষেত্র উপস্থিত করিয়া পরীক্ষা করিয়া থাকেন। পরীক্ষার প্রশ্ন যতই কঠিন হউক না কেন, উত্তম অধীত ছাত্র তাহাতে কখনও অকৃতকার্য্য হইবে না। আমার বিশ্বাস, তুমি এই ভগবৎপরীক্ষায় নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। বিপদই সম্পদের প্রধান ভিত্তি। দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি বিপদকে অশুভ জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইবার বা উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করে। সবল ব্যক্তি বিপদ আসিলেই তাহা মঙ্গলের কারণ বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। সুতরাং তুমি বিপদ্‌কে সম্পদ্ জ্ঞান করিবে এবং তাহা দৃঢ়তার সহিত আলিঙ্গন করিয়া জয় করিবে।

পার্থিব, জাগতিক দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই,—নরম হইয়া থাকিলেই দুষ্ট প্রকৃতির লোকগণ প্রবলতা প্রকাশ করে। সুতরাং তাহাদের প্রতি কখনও নরম ভাব প্রকাশ করিবে না। তাহারা এক কথা বলিলে তুমি খুব জোরের সহিত দশকথা শুনাইয়া দিবে। আবশ্যক হইলে রাজকীয় পুলিশ প্রভৃতির সাহায্যও লইলে কোন বাধা নাই। ধর্ম্মরক্ষা জীবনরক্ষা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। আমাদের দেশে ধর্ম্মের জন্য প্রাণত্যাগের উদাহরণের কোন অভাব নাই। অধিক কি, তোমার জন্য বিশেষ চিন্তিত আছি।

এদিকে নানাপ্রকার Constitutional কার্য্যের জন্য নিতান্ত ব্যস্ত থাকায় সময়মত উত্তর দিতে পারি নাই। তজ্জন্য মনে কিছু করিও না।

বর্ত্তমান পরিস্থিতি কি-প্রকার, পত্রপাঠ আমাকে নবদ্বীপের ঠিকানায় জানাইবে। বনমালী প্রভু, তুমি ও উরুক্রম প্রভু প্রত্যহ একস্থানে বসিয়া জোরের সহিত পাঠ- কীর্ত্তন করিবে এবং সত্যবিরোধী-পক্ষের দমনচেষ্টা করিবে। তমোগুণ-প্রভাবে অসুরগণ বিক্রম প্রকাশ করিলেও বিশুদ্ধসত্ত্বের সেবকগণ তাহাতে ভীত না হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ বিশেষ নিষ্ঠার সহিত নির্ভীকভাবে পালন করিয়া থাকে। তুমি কখনও বিচলিত হইবে না। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১৭শ বর্ষ। ২য় সংখ্যা)

পত্র—৩৭

বাল্যবন্ধুকে হরিভজনে উৎসাহ-প্রদান

All glory to Sree Sree Guru & Gouranga

Sree Devananda Goudiya Math
P.o.-Nabadwip (Nadia) W. B.
Dated 23, 4, 1965

My dear

------, It is pretty long time passed away, I venture to write to you. I received your letter dated 25.3.65. But I was awaiting your second letter to test your sincerity but you failed. It is a matter of great joy that you consider yourself that you will lead a life of an ascetic. I most cordially invite you to come and join whenever you like. My advice—man like you should not waste your old age in worldly affairs. I invite you to recollect our views of our early life.

I think, your sons have been well developed in keeping your family in good and proper condition. They should be tought to seek after the grace of God when they will feel any dificulty in the sojourn of worldly life.

I do not like to snatch away your time any more. I stop here with the expectation of your arrival here.

I am retiring to Assam for a period of one month or so within a week. Let me know your decision.

In the service of
the Supreme Lord
Swami B. P. Keshab

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৬শ বর্ষ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা)

পত্র—৩৮

বৈষ্ণবীয় সদাচার-সংরক্ষণ বিষয়ে কঠোরতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

স্নেহাস্পদেষু ১৭।৯।১৯৬৫

------প্রভু! আপনার ১৩।৯।৬৫ তারিখের পত্র পাইয়াছি। ----দাস 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' অনুসারে শ্রাদ্ধাদি করে কিনা? বাহিরের সম্প্রদায়ের লোক শ্রাদ্ধাদিতে উপস্থিত থাকিয়া দর্শন ও প্রসাদাদি পায়। তবে কোন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার মধ্যে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। বেদী প্রভৃতি নির্ম্মাণাদি-কার্য্যে তাহারা সাহায্য করিতে পারে। মন্ত্রপাঠ, পূজাপার্ব্বণ ও ভোগরাগে তাহাদের কোন অধিকার নাই। তাহারা অসৎসম্প্রদায় বলিয়া এবং অসদাচারী বলিয়া তাহাদের দ্বারা কোন বিশুদ্ধ কার্য্য হইতে পারে না। তাহাদের সংস্পর্শে হইলে সেই কার্য্য অশুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। মোটের উপর -----দাসের আচার-ব্যবহার আমরা বেদান্ত সমিতি হইতে অনুমোদন করি না। অষ্টপ্রহরাদি মন্দের ভাল হইলেও গৌড়ীয় মঠ বা বেদান্ত সমিতি অনুমোদিত নহে। উহা নামাপরাধের অন্তর্গত। অসদাচারী বৈষ্ণব- নামাপরাধিগণের অষ্টপ্রহর অশুদ্ধ।

-----দাস মঠের আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া সজাতীয় আচার গ্রহণ করিয়াছে—ইহা আমাদের অনুমোদিত নহে। গৃহস্থ হইলেও বিশুদ্ধ গৃহস্থ হওয়া আবশ্যক। বিশুদ্ধ গৃহস্থ বৈষ্ণবগণও আমাদের প্রণম্য। আমাদের সমস্ত কাজই শুদ্ধ গৃহস্থ ভক্তগণ করিতে পারেন। ★ ★ ★

আপনার শরীর কিরূপ জানাইবেন। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৬শ বর্ষ। ২য় সংখ্যা)

পত্র—৩৯

মঠে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য সংবিধান প্রয়োজন

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া।

স্নেহাস্পদেষু ইং ১৭।৯।১৯৬৫

------ মহারাজ! তোমাকে পত্র লিখার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, মঠবাসিগণের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নাই। সুতরাং এই শৃঙ্খলা আনিবার জন্য যে-বিধিবিধান প্রয়োজন, তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে যাহারা খেয়ালমতো চলে এবং দুর্বিনীত, তাহাদিগকে আমাদের মতে বাদ দিয়া দিলে সমিতির আদর্শ থাকিবে। এই সমস্ত সম্বন্ধে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহাতে তোমার থাকা বিশেষ দরকার। মথুরায় বিশেষ অসুবিধা না হইলে রথযাত্রার সময় বা তাহার পরেই এই সমস্ত আলোচনা করা হইবে।

বিশেষতঃ আমার শরীরের অবস্থা দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। উকীলগণ এবং বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই একটা ব্যবস্থা করিতে বলিতেছেন। তোমার আসার সংবাদ পাইলে -----মহারাজকে আসিতে সংবাদ দিব। তাঁহার আচার-ব্যবহারও বিশেষ সন্তোষজনক নহে। আমি একটু বেশী কথা বলিতে গেলেই শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। চুঁচুড়ায় বসিয়া সুবিধা না হইলে নবদ্বীপে বসিয়া করা যাইতে পারে। -----বাবুর সহিত constitution সম্বন্ধে কিছু আলোচনাও করিয়া আসিতে পার। মায়াপুরের ----- ও -----মহারাজের constitution নিকটে থাকিলে আনিবে। নচেৎ এখানে সবই আমার কাছে ছিল, খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। প্রভুপাদের শিষ্য, মঠের শিষ্য নহে অথচ শ্রদ্ধাশীল ইত্যাদি সকলের মতামত লইতে হইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
(পত্রের প্রতিলিপি-সংগ্রহ)

পত্র—৪০

স্মার্ত্তের অশৌচ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া।

স্নেহাস্পদেষু— ইং ১৭।৯।১৯৬৫

------! পূর্ব্বে তোমার একখানা পত্র পাইয়াছি। অদ্য এইমাত্র আর একখানা রেজেষ্ট্রী পত্র পাইলাম। তোমার উভয় পত্রেই একই সমস্যার★ কথা লেখা আছে। তাহার উত্তরে আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা শিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট জানাইবে এবং সর্ব্বসাধারণকেও ইহা ভাল করিয়া জানাইবে।

'পতিত' কাহাকে বলে এবং 'অশৌচ' কাহাকে বলে—ইহা বিচার করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। 'পতিত' কথাটীর বিপরীত কথা 'উন্নত'। মানুষের মধ্যে কে বা কাহারা উন্নত এবং কে বা কাহারা পতিত—ইহার বিচার করিতে হইবে। 'পতিত' শব্দের অর্থ কি? যাহারা শাস্ত্র মানে না, অখাদ্য- কুখাদ্য ভোজন করে অর্থাৎ মাছ-মাংস-পেঁয়াজ-রসুন-চা-পান-বিড়ি-তামাক প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে 'পতিত জীব'। রাজসিক বা তামসিক আহার নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই করিয়া থাকে। সাত্ত্বিক আহার উন্নত জীবসকল করিয়া থাকেন। উদাহরণ-স্থলে একটী গল্প বক্তৃতায় বলিয়া থাকি। তাহা এই—

কোন একটী গ্রামে স্ত্রী-পুরুষ-বালক-যুবক সকলেই গাঁজা সেবন করিত। হঠাৎ কোন এক গৃহস্থ ঘরে একটী শিশু গাঁজার গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া

★ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি শ্রীকেশব গোস্বামীর আশ্রিত; তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব-ধারায় দীক্ষিত বলিয়া তাঁহার এক স্বজনের মৃত্যুতে স্মার্ত্তমতে অশৌচ-পালন করিতে অস্বীকার করায় স্থানীয় গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে 'পতিত' বিচার করত নানা অত্যাচার ও অনিষ্ট করিবার ভীতি প্রদর্শন করিলে তিনি উক্ত সমস্যা পত্রে জ্ঞাপন করেন।

তাহার পিতামাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদির নিকট গাঁজা খাইতে অস্বীকার করে। গেঁজেল সমাজে বা গ্রামে গাঁজা খাইতে অস্বীকার করা একটা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার হইয়াছে। সেই গ্রামে ছোট ছোট বালকগণ সামান্য একটু বড় হইলেই তাহাদের বাপ-মা গাঁজা খাওয়া অভ্যাস করাইয়া দেয়! সেই বিধি-অনুসারে উক্ত ছেলেটিকেও গাঁজা খাওয়া শিখাইতে গেলে ছেলেটী তাহা অস্বীকার করে। বাপ-মা ও পাড়াপড়শী সকলেরই চিন্তা হইয়াছে, ছেলেটীর নিশ্চয়ই কোন অসুখ হইয়াছে অথবা কঠিন ব্যাধি আক্রমণ করিয়াছে, যে-জন্য বালকটী গাঁজা খাইতে চাহে না। সুতরাং একজন গেঁজেল ডাক্তার ডাকাইয়া বালকটীর চিকিৎসা করা প্রয়োজন। এইজন্য ডাক্তার ডাকিয়া ছেলেটীকে গাঁজা খাওয়ান কিপ্রকারে শিখাইতে পারা যায়, তজ্জন্য পাড়াপড়শী সকলের একটা চেষ্টা হইয়াছে।

তোমার পত্র পাইয়া আমার সেই গেঁজেল গ্রামের গল্পটীই মনে পড়িতেছে। তোমাদের গ্রামে কি সাত্ত্বিক উন্নত ব্যক্তি নাই? সকলেই কি পতিত ব্যক্তি? রাজসিক তামসিক ব্যাপারে কি সকলেই নিযুক্ত? ইহা আমি সহজেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। নিশ্চয়ই তোমাদের গ্রামে শিক্ষিত বুদ্ধিমান্, বিচারক ব্যক্তি আছেন। তুমি তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবে।

সত্ত্বগুণের চিরকালই জয় হইয়া থাকে। তমোগুণ ও রজোগুণ পরিণামে পরাজিত হইবেই। দেবতা এবং অসুরগণের যুদ্ধের কথা মহাভারত হইতে আলোচনা করিবে। প্রথমতঃ অসুরগণ জয়লাভ করিলেও পরিণামে তাহারা বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্রে সকলেই পরাজিত হইয়াছে। দৈবভাবই উন্নত ভাব, আসুরিক ভাবই অবনত ও পতিত। সুতরাং উন্নত ও পতিতের বিচার হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদের বিরুদ্ধে ভারত-সম্রাট হিরণ্যকশিপু বহু চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ নৃসিংহ-অবতার গ্রহণ করিয়া বহু শক্তিশালী সম্রাট্ হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। ইহা সমস্ত হিন্দু-সমাজে নিছক সত্য ঘটনা। সুতরাং ভগবদ্ভক্তের বিরুদ্ধে যাহারা যে-কোন কার্য্য করিবেন,

তাহারা নিশ্চয়ই পতিত জীব এবং নৃসিংহদেব তাহাদের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া ধ্বংস করিবেন—এই বিশ্বাস ও বল সর্ব্বদা হৃদয়ে রাখিবে। ভগবান্ নিশ্চয়ই আছেন। তিনি তাঁহার বিরোধী জনগণকে বিনাশ করিয়া ভক্তগণকে রক্ষা করেন বলিয়াই তিনি ভক্তবৎসল।

ভক্তগণ নিত্যকাল 'শুচি' অর্থাৎ পবিত্র। ভক্তগণ কখনও 'অশুচি' বা অপবিত্র হন না। এইজন্য ভক্তগণের অর্থাৎ নামাশ্রিত বৈষ্ণবগণের বা শুদ্ধাচারী ব্যক্তিগণের অশৌচ নাই। তাহাদের অশৌচ পালন করিতে হয় না। যাহারা বিষ্ণুমন্ত্রে বা মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয় নাই বা উক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার অধিকার লাভ করে নাই, তাহাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই অশৌচ; সুতরাং দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার তাহাদের থাকে না।

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রাচীন স্মৃতি ''হরিভক্তিবিলাস'' ও ''সৎক্রিয়াসার-দীপিকা'' প্রচলিত আছে। বিশেষতঃ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি সর্ব্বত্র উক্ত স্মৃতিদ্বয়ের ক্রিয়াকলাপ, পূজা, পার্ব্বণ ৫০০ (পাঁচশত) বৎসর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব'-নামক ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বেকার একখানা আধুনিক স্মৃতি কেবলমাত্র বাঙ্গালা দেশের কতিপয় ঐ শ্রেণীর আসুরিক ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। উহা বিশুদ্ধ, সাত্ত্বিক-প্রকৃতি জনগণের জন্য নহে। এ-সম্বন্ধে তোমাদের গ্রামের শিক্ষিত স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে ২।৪ জনকে লইয়া আসিলে আমি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই বুঝাইয়া দিতে পারিব এবং তাহারা সুশিক্ষিত হইলে বৈষ্ণবগণের প্রাচীন স্মৃতির মর্য্যাদা মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন।

অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের অর্থাৎ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের বিচার-ধারা বহুক্ষেত্রেই অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। তাঁহার 'শুদ্ধি-তত্ত্বে' অশৌচের শুদ্ধিতা জীবিত থাকাকাল পর্য্যন্ত কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না, যাবজ্জীবন অশৌচ ও পতিত হইয়া থাকিতে হয়। এমন কি ব্রহ্মজন্ম ব্রাহ্মণগণেরও শুদ্ধিতা নাই। তাহার কারণ নিম্নে জানাইতেছি ঃ—

কোনও ব্রাহ্মণের গৃহে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করামাত্রই সন্তানটীর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের ৭ পুরুষ অশুচি হইয়া গেল। কালক্ষয়ের দ্বারা অর্থাৎ ১০ দিনের পর তাহারা শুচি হইতে না হইতেই তাহাদের অন্য কোন সাত পুরুষের অন্তর্গত স্ত্রী বা পুরুষ মৃত হইলেই আবার অশৌচ আরম্ভ হইল। এই প্রকার ৭ পুরুষের মধ্যে কোন না কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা জন্ম হইলেই সারা জীবন পর্য্যন্ত অশৌচ কাল কাটাইতে হয়।

কালক্ষয়েই যদি শুচি হয়, তাহা হইলে মন্ত্রপাঠের আবশ্যকতা কি? কোন্ মন্ত্র পাঠ করিলে তাহাদের অশৌচ নষ্ট হইয়া শুদ্ধিতা লাভ হইবে? যদি মন্ত্রপাঠে শুদ্ধিতা লাভ হয়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, জন্ম বা মৃত্যুর দিবসেই যদি সেই মন্ত্র পাঠ বা জপ করা হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্রের দ্বারা অশৌচ নষ্ট হইবে না কি? ব্রাহ্মণগণ প্রত্যহই ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম-গায়ত্রীর কি অশৌচ নষ্ট করিবার ক্ষমতা নাই? এইরূপ অযৌক্তিক, সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বিচার কোন বুদ্ধিমান্ শিক্ষিত সমাজের মানিয়া লওয়া উচিত নহে। ইহা সর্ব্বতোভাবে ভ্রান্ত ও অসঙ্গত।

আমি ব্রাহ্মণগণের উদাহরণ দিয়াই তোমাকে জানাইলাম। ইহা সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বজাতির উপরেই প্রযোজ্য। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অথবা চতুর্ব্বর্ণ বহির্ভূত অন্ত্যজ, কানিন প্রভৃতি সকল জাতি ও ব্যক্তির পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য।

প্রাচীনকালে গুণ এবং কার্য্যানুসারে জাতি নিরূপিত হইত। বংশানুসারে অর্থাৎ পিতামাতার সঙ্গের দ্বারা বংশ নিরূপিত হইত না। আজও ভারতবর্ষের বহুক্ষেত্রে এইরূপ বিধি ও প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"**চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ**"। গীতা অমান্য করার ক্ষমতা কাহার আছে? বর্ত্তমান কলিযুগে আসুরিক ভাব প্রবল হইবার দরুণ বংশানুক্রমে জাতি ও বর্ণ প্রচলিত হইতেছে। এই বংশানুক্রমিক জাতি মানিয়া লইলে স্ত্রী-পুরুষের মৈথুন ক্রিয়াই জাতি নিরূপণের কারণ হইয়া পড়ে এবং গীতার বাক্য অসঙ্গত হইয়া যায়। শাস্ত্র বলেন,—"**বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ**॥" অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিগণই দৈব

এবং অন্যান্য দেব-দেবীর পূজকগণ আসুর-ভাবাপন্ন। সুতরাং দৈবগণই 'উন্নত' এবং অসুরগণই 'পতিত'—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কলিকালে অসৎপ্রকৃতির লোক গায়ের জোরে অনেক কিছু করিতে চেষ্টা করে। পরিণামে তাহা আদৌ টিকিতে পারে না। অশৌচ হইলে নারায়ণের পূজা কাহারও করার ক্ষমতা থাকে না—ইহা তোমাদের গ্রাম্য বিধি-বিচারানুসারে চলিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে নারায়ণ ১০দিন, ১২ দিন, ১৫ দিন, কাহারও পক্ষে একমাস অভুক্ত অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হন। এ বিচার পাষণ্ডতা। তাহাদের অশৌচ হইলে দৈবকার্য্যে কাহারও কোন অধিকার থাকে না। তাহাদের অশৌচের এত জোর যে, স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্তও পতিত হইয়া পড়িতেছেন! ইহা কেহই স্বীকার করিতে পারেন না। তোমাদের দেশীর পতিতবাদিগণের পাতিত্য ও অশৌচ সারা জীবনে নষ্ট হইবে না। কিন্তু তুমি ভগবানের নামমন্ত্রে দীক্ষিত অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্র ও নামে দীক্ষিত হইয়াছ; সুতরাং তোমার কোন অশৌচ নাই। তোমাকে অশৌচ পালন করিতে হইবে না। যাহারা তোমাকে ভুলক্রমে পতিত মনে করিতেছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারাই পতিত; সুতরাং তুমি তাহাদের সঙ্গ কখনও করিবে না। পতিতের সঙ্গ করিলে পতিত হইতে হয়, ইহা জানিবে। বৈষ্ণবগণ পতিত-উদ্ধারণ। পতিত জীব বৈষ্ণবের সঙ্গ করিলে উদ্ধার লাভ করিবে। তুমি পাষণ্ডগণের কোন বিচারই অনুমোদন করিবে না। সমাজ কখনও ভগবান্ নহে। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তেরই অধীন সমাজ।

সাধারণতঃ বাঙ্গালা দেশের কোন কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মারা গেলে তাহার পুত্র পিতার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন এবং জাতি-বর্ণানুসারে অশৌচ পালন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণের স্মার্ত্ত-শ্রাদ্ধ বা নন্দীমুখ-শ্রাদ্ধ কখনই করিতে হয় না। তোমাদের গ্রাম্য শ্রাদ্ধাদি তোমার পত্রানুসারে বুঝিতেছি—বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-স্মৃতি অনুসারে করা হয় না, উক্ত রঘুনন্দনের অশুদ্ধ বিধি-অনুসারে শ্রাদ্ধাদি হইয়া থাকে। ইহাকে প্রকৃত শ্রাদ্ধ বলা যায় না। এই সম্বন্ধে আমার মনে হয় তোমাকে ২।১টী কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

উহা স্মরণ করাইবার জন্য পুনরায় নিম্নে তাহা লিখিতেছি—

'শ্রাদ্ধ'-শব্দের অর্থ কি? শ্রাদ্ধ-কথাটী শ্রদ্ধা-হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন; 'শ্রদ্ধা'-শব্দের উত্তর 'ষ্ণ'-প্রত্যয় করিয়া 'শ্রাদ্ধ'- শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধা সম্বন্ধীয় ক্রিয়া-কলাপই শ্রাদ্ধ, কিন্তু স্মার্ত্ত সামাজিকগণ মৃত পিতার তৃপ্তির জন্য যে-তর্পণ বা শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন, তাহাতে মৃত পিতা বা মাতা প্রেত বা প্রেত্নী হইয়াছেন, —ইহা অনুমান করিয়া সেইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। যথা—

"**এতে প্রেততর্পণকালে ভবন্তীহ**"।

এস্থলে বিচার করিয়া দেখ যে, পুত্রের পিতা যতই ভাল কাজ করিয়া থাকুন না কেন, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পরই ভূত-প্রেত হইয়া পড়িয়াছেন; সুতরাং পুত্রকে সেই পিতার সম্বন্ধে ভূত-প্রেত বলিয়া সম্বোধন করিতেই হইবে,—*"হে পিতঃ, তুমি প্রেত বা প্রেত্নী হইয়াছ। তোমাকে প্রেতের খাদ্য মৎস্যাদি, দগ্ধ দ্রব্য নিবেদন করিতেছি; অর্থাৎ পোড়া মাছ, পোড়া দ্রব্য দিতেছি, তুমি ভক্ষণ করিয়া প্রীতি লাভ কর।"* শ্রাদ্ধের সময় পুরোহিতগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণের বিচার শ্রবণ করিয়া ও গালাগালি খাইয়া বিশিষ্ট শিক্ষিত লোকের বাড়ীতে পোড়া মাছের পরিবর্ত্তে কলা পোড়া বা চাউল পোড়া প্রভৃতি নিবেদন করিয়া থাকে। ইহা পুত্রের পক্ষে পিতার প্রতি 'শ্রাদ্ধ' ক্রিয়া নহে—অশ্রদ্ধা ক্রিয়া।

ইহা সর্ব্বতোভাবে সমাজে বন্ধ হওয়া আবশ্যক, বৈষ্ণব-বিধানে শ্রাদ্ধ নামাপরাধের জন্য অকর্ত্তব্য হইলেও লোকাচারবশতঃ ভগবানের সাত্ত্বিক মহাপ্রসাদের দ্বারা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই প্রকৃত শ্রাদ্ধ। মুক্তপুরুষ, দেবতা-দানব, এমনকি যে কোন নিকৃষ্ট যোনিই লাভ করুন না কেন, মহাপ্রসাদের দ্বারাই তাহাদের মুক্তিলাভ হইবেই। স্মার্ত্ত-শ্রাদ্ধে এইরূপ ফল কোথাও বর্ণিত হয় নাই। স্মার্ত্তগণ তাহাদের অবলম্বিত শ্রাদ্ধে কোন সুফল হয় না জানিয়া গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্মে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। ইহাও স্মার্ত্ত শ্রাদ্ধের বিরুদ্ধ বিচার, কারণ স্বভাবতঃ ঐ শ্রাদ্ধে উদ্ধার পাইয়া থাকিলে

বিষ্ণুপাদপদ্মে পুনরায় শ্রাদ্ধ করিবার আবশ্যকতা কি? তুমি কোনও স্মার্ত্ত শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকলাপে যোগদান করিবে না এবং তাহাতে আহূত হইলেও সেস্থলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া খাওয়া দাওয়া নিষিদ্ধ—ইহা স্মার্ত্তগণও পালন করিয়া থাকেন।

যাহারা মৎস্য-পিঁয়াজ-রসুন-বিড়ি-সিগারেট-তামাক-মদ্যাদি সেবন করিয়া থাকে, তাহারই পতিত। হিন্দু-সমাজে যে সমস্ত দেব-দেবীর পূজা-পার্ব্বণ চলিতেছে, তাহাতে কোন দেব-দেবীকেই মৎস্য-মাংস রান্না করিয়া বা কাঁচা আমান্ন করিয়া ভোগ দেওয়া হয় না—ইহা সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। যাহারা উক্ত অশুদ্ধ আহার গ্রহণ করে, তাহারাই পতিত; কারণ তাহারা তাহাদের পরম আদরণীয় ভোজ্যদ্রব্য দেবতাকে নিবেদন করিতে পারে না।

যাঁহারা মৎস্য-পিঁয়াজ-রসুন-বিড়ি-সিগারেট-তামাক ইত্যাদি নিজেরা তা' গ্রহণ করেনই না, পরন্তু অন্য লোক যদি ইহা গ্রহণ করে, তাহাদেরও পাচিত দ্রব্য বা রান্না করা জিনিস স্পর্শ করেন না, তাঁহারাই প্রকৃত উন্নত জীব; তাঁহারা কখনই পতিত নহেন। যাহারা তোমাকে 'পতিত' বলিয়া অযথা দৈত্য-দানবের ন্যায় ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই অধঃপতিত বা তোমাদের দেশীয় ভাষায় 'পতিত'। তুমি কখনও পতিত নহ।

কলিকাতায় একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, পকেটমার বা চোরগুলি চুরি করিয়াই অন্য লোককে দেখাইয়া বলে যে, "ঐ চোর! ঐ চোর!!" ইহা কলিকাতায় যাতায়াতকারী ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন।

আমি তোমার পত্র পাইয়া তোমার প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ হইতেছে, ইহা মনে করিতেছি। সাধক জীব বহু কষ্ট করিয়াও দুঃসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু তোমার পক্ষে দেখিতেছি—অসৎসঙ্গগুলি আপনা হইতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে। ইহা হইতে সাধক-জীবনে আর কি-প্রকার মঙ্গলের কথা হইতে পারে? অর্থাৎ তোমাকে তাহাদের বাড়ীতে খাইতে হইবে না, তাহাদের বাড়ীতে গেলে হুঁকা-কল্কে তামাক-বিড়ি দিবে না, তাহারা তোমাদের বাড়ীতে আসিবে না। তোমাকেও খাইতে দিতে

হইবে না এবং দেশীর প্রথানুসারে তামাক-বিড়ি দিতে হইবে না। ইহা অপেক্ষা সৎসঙ্গের বিষয় আর কি? তুমি এইজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিবে।

"**অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার**"—ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়। বৈষ্ণবাচারের প্রধান আচারই অসৎসঙ্গ-ত্যাগ। ভগবদিচ্ছায় তোমার স্বভাবতঃ ইহা হইতেছে। যাহা হউক, তুমি অত্যন্ত কঠোর নিয়মের সহিত চলিবে। কোনপ্রকার ব্যতিক্রম করিবে না। সৎলোক সমস্তই তোমার আদর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন।

আমি এখানে বহুসেবায় ব্যস্ত আছি। এখন আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভবপর নহে। ইহা ছাড়া যাওয়া অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে আমি পণ্ডিত-সমাজের সহিত বিচার করিতে প্রস্তুত আছি। আমার সহিত বিচারে পরাস্ত হইলে তাহারা তাহাদের স্মার্ত্ত-বিচার পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব- বিচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিচার সর্ব্বোপরি। সমগ্র পৃথিবী তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের বিচারকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। অক্ষম ব্যক্তিসকল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা গ্রহণ করিতে না পারিলেও বৈষ্ণব-ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং শাস্ত্রসম্মত; শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থই তাহার প্রমাণ।

অধিক কি? এই পত্রের প্রতিক্রিয়া কি হয়, আমাকে জানাইবে। মধ্যে মধ্যে মাথাভাঙ্গা মঠে আসিবে। আমার এই পত্র তোমার কাছে যত্ন করিয়া রাখিবে এবং মাঝে মাঝে পাঠ করিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১৭শ বর্ষ। ৮ম সংখ্যা)

পত্র—৪১

অশাস্ত্রীয় স্বঘোষিত, পরঘোষিত ভগবান্ (?) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া
৩০।৪।১৯৬৬

সাদর-সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,

------বাবু! আপনার ১৬।৪।৬৬ তারিখের Regd. A/D পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আপনার পত্রখানি আসিতে একটু দেরী হইয়াছে। তদুপরি আমাদের নানা কার্য্যে ব্যস্ততার জন্য পত্রের উত্তর দিতে দেরী হইল, তজ্জন্য মনে কিছু করিবেন না।

আপনার সত্য-স্থাপনের চেষ্টা দেখিয়া আমরা আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং আমরাও বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই ঈশানুগত্য।

আমরা পূর্ব্বে জানাইয়াছিলাম, অনুকূল ঠাকুর কোন্ তারিখে বিচারের জন্য আসিতে পারিবেন, তাহা স্থির করিয়া পত্র দিবেন। আপনার পত্রে সে-সম্বন্ধে কিছু লেখা নাই। ইহা স্থির করিয়া আমাদিগকে অন্ততঃ ১মাস পূর্ব্বেও জানাইবেন।

মধ্যস্থ কাঁথির একজন পণ্ডিতের কথা লিখিয়াছেন। কাঁথিতে কোন ভাল পণ্ডিত নাই, আমাদের জানা আছে। কাঁথির পঞ্চতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। সে যাহা হউক, মধ্যস্থতা করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। সুতরাং এ-বিষয় ভাল মধ্যস্থ নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। আমাদের মনে হয় High court-এর

বিশেষ অভিজ্ঞ বিচারপতিকে নিরূপণ করিলে ভাল হয়। নিতান্ত অভাব-পক্ষে বাহিরের লোক হইতে উপযুক্ত লোক ঠিক করিতে হইবে।

আমরা যাহার সম্বন্ধে বিচার করিব, তাহার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। যে-সে ভগবান্ সাজিলে চলিবে না বা চেলা-চামুণ্ডিরা যাহাকে তাহাকে ভগবান্ খাড়া করিলে সে ভগবান্ হইবে না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। যাহা হউক্, বিচারক্ষেত্রে সমস্ত আলোচনা করা হইবে। আপনার পত্রের অপেক্ষায় রহিলাম। অনুকূল-চন্দ্রের দলকে সহজে ছাড়িয়া উচিত নহে, হইবেও না। গায়ের জোরে ঈশ্বর নিরূপণ হয় না। পার্থিব বল পরমার্থের কার্য্যে লাগে না।

যাহা হউক্, আপনি একবার সময় করিয়া এখানে আসিতে পারিলে ভাল হয়। সাক্ষাতে সমস্ত আলোচনা করিয়া স্থির করা যাইতে পারে। ইতি—

গৌরজন-কিঙ্কর—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৫শ বর্ষ। ১২শ সংখ্যা)

বিঃ দ্রঃ—বিচারসভায় আহূত উক্ত গোষ্ঠী পশ্চাৎপদ হওয়ায় সেই সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই।

পত্র—৪২

পারমার্থিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিশেষ নির্দ্দেশিকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি-পূর্ব্বিকেয়ম্ ২১।৮।১৯৬৬

------প্রভু! আপনাদের ''তাম্রলিপ্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী''র প্রতিনিধি-স্বরূপ শ্রী-------দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু আমার নিকট সমিতির পরিচালনের পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিয়া জানাইতে বলিলেন। তাহাতে আমার বক্তব্য বিশেষ কিছুই নাই। তবে কয়েকটী নিম্নে লিখিয়া জানাইতেছি। তাহাতে আমাদের সকলেরই একমত। যথা—

১) গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আচার-বিচার যাহা শ্রীল প্রভুপাদ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইবে। কেহ তাহা হইতে স্বেচ্ছায় হউক্, অনিচ্ছায় হউক্ পতিত বা ভ্রষ্ট হইলে তাহাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সংশোধনের সম্ভাবনা না থাকিলে তাহাকে দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে হইবে অথবা ক্ষেত্র-বিশেষে তাহা হইতে নিরপেক্ষ থাকা দরকার।

২) বৈষ্ণব-মাত্রেরই লাঙ্গলচাষ নিষিদ্ধ নহে, ইহা প্রচার করা কর্ত্তব্য। 'হরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থ এবং 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা'য় এ-সম্বন্ধে নির্দ্দেশ আছে; তাহা ছাড়া শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং ইহা অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধ-বাদিগণ শ্রীল প্রভুপাদের এবং গোস্বামিগণের বিরোধী বলিয়া তাহারা সমিতির সদস্য হইবার অযোগ্য।

৩) গোস্বামি-শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কোন সামাজিক বা প্রাদেশিক আচার-ব্যবহার স্বীকার করা হইবে না।

৪) বংশ বা জাতিগত ব্রাহ্মণ শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত দৈব-বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে গেলে বা কোন আচার অনুমোদন করিলে সমিতি তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিবে। শুধু তাহাই নহে, তাহাদিগকে বৈষ্ণব-অপরাধী,দুঃসঙ্গ বলিয়া ত্যাগ করিবে। প্রয়োজন হইলে বিরাট সভা আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে দৈব বর্ণাশ্রম স্বীকার করাইতে হইবে। ইহাতে ব্রাহ্মণ ব্যতীতও অন্য যেকোন বর্ণের লোক যদি আপত্তি উত্থাপন করে, তাহাদের সকলের পক্ষেই উক্তরূপ বিধান ব্যবস্থা করা হইবে।

৫) শ্রাদ্ধ-বিবাহ-অন্নপ্রাশন প্রভৃতি, উপনয়নাদি সমস্তই গোপালভট্ট গোস্বামীর 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' ও 'সংস্কার-দীপিকা' অনুসারে কার্য্য হইবে। কোন স্মার্ত্ত বা দেশীয় প্রথা অনুমোদন করা হইবে না। পূজা-পার্ব্বণাদিতে এবং ব্রত-নিয়মাদির পালন সম্বন্ধে 'হরিভক্তিবিলাস' ও তাহাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকা এবং উক্ত ''সৎক্রিয়াসার-দীপিকাদি'' যাহা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করা হইবে। সহজিয়াদের বা ১৩ অপসম্প্রদায়ের গ্রন্থ বা আচার-বিচার প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না।

৬) বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবনের রীতিনীতি শ্রীল প্রভুপাদ যাহা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই গ্রাহ্য এবং তাহার অনুকূলে 'হরিভক্তিবিলাস'-এর পদ্ধতি-অনুসারে শাস্ত্র-সম্মত অনুষ্ঠান স্বীকার্য্য।

৭) শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট যে-কোন ব্যক্তি সমিতির সভ্য হইবার যোগ্য, কিন্তু তাহাদের অবিমিশ্র শুদ্ধ আচার হওয়াই বিশেষ প্রয়োজন।

৮) অন্যান্য বিধি-বিধান পরে নির্দ্দিষ্ট হইবে। ইতি—

প্রণত বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২৫শ বর্ষ। ১১শ সংখ্যা)

সমাপ্ত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের দশ উপদেশ

১। জ্ঞান-কর্ম্মাদি অন্যাভিলাষ-শূন্যা কেবলা ভক্তিই আমাদের প্রাণ।

২। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভসেবা-দ্বারাই ভক্তি লাভ করা যায়।

৩। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই গুরুসেবা।

৪। কীর্ত্তন্যাখ্যা ভক্ত্যঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৫। কীর্ত্তনের দ্বারাই ভক্তির অন্যান্য অঙ্গ সাধিত হয়।

৬। দুর্জ্জন-সঙ্গ ত্যাগই নির্জ্জন-ভজন; অর্থাৎ সাধুসঙ্গই নির্জ্জনতা।

৭। সর্ব্বদা হরিকথা-প্রচারই হরিকীর্ত্তন।

৮। সর্ব্বদা হরিকথা বলিলে বা শ্রীহরির সেবাময় কথায় নিমগ্ন থাকাই মৌনাবস্থা।

৯। নিরপরাধে নামভজনই বা শ্রীনামের সংখ্যাত অসংখ্যাত শুদ্ধ উচ্চ কীর্ত্তনই লীলাস্মরণ।

১০। শ্রীরূপানুগত্যে গৌরভজনই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ ভজন। ইহাই শ্রেষ্ঠ।